৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ০৬ আষাঢ় – ১২ আষাঢ়, ১৪২৭ ঃ ২০ জুন – ২৬ জুন, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 33, 20 June - 26 June, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দাম কমল

❑ছাপা, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আলিপুর বার্তার পৃষ্ঠা কমিয়ে চারপাতা করতে হয়েছে। খরচের বোঝা সত্ত্বেও পাঠকের সুবিধার্থে এই সংখ্যা থেকে পুণরায় আট পাতা না হওয়া পর্যন্ত পত্রিকার দাম ৩টাকা থেকে কমিয়ে ২টাকা করা হল।

দেখুন আর সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউ টিউব চ্যানেল

AB ALIPUR BARTA

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : গড়িয়া মৃতদেহ সৎকার কাণ্ডের বিবরণ শুনে শিহরিত সুপ্রিম

কোর্টের বিচারপতিরা জানিয়ে দিলেন মৃতদেহের অমর্যাদা করা যাবে না। এ ব্যাপারে বক্তব্য জানাতে পশ্চিমবঙ্গ সহ ৫টি রাজ্যকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

রবিবার : আনলকে খুলেছে অফিস-কাছারি। পেটের দায়ে

কোভিড আশঙ্কাকে মাথায় নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে সরকারি ও বেসরকারি কর্মীরা মুখোমুখি হচ্ছেন চরম পরিবহন হয়রানির। কবে এই দুর্ভোগ মিটবে তার হদিশ নেই সরকারের কাছে।

সোমবার : বঙ্গে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ১১ হাজার ছাড়িয়ে

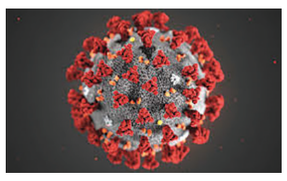

গেল। প্রতিদিন রোগী বাড়ছে ৪০০ জনের কাছাকাছি। মৃতের সংখ্যা ৫০০ ছাড়াতে চলল। তারই মধ্যে চলছে পরিবহনহীন গাদাগাদির আনলক-১। আশঙ্কা নভেম্বরে সংক্রমণ সর্বোচ্চ হতে পারে।

মঙ্গলবার : টানা ১০ দিন বাড়ল তেলের দাম। লকডাউনে

তেলের চাহিদা ঠেকেছিল তলানিতে। বাড়েনি দামও। আনলক চালু হতেই ধারাবাহিক উর্দ্ধগতিতে ৫ টাকা মহার্ঘ হল জ্বালানী। ভাড়া বাড়ানোর দাবি করছেন পরিবহন মালিকরা।

বুধবার : লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় অস্ত্রহীন মুখোমুখি সংঘর্ষে

প্রাণ গেল ২০ ভারতীয় ও ৪৩ জন চিনা সেনার। আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। সীমান্তে ভারতীয় পরিকাঠামো নির্মাণের বিরোধিতায় আগ্রাসী চিন।

বৃহস্পতিবার : আমফানে বিপর্যস্ত বঙ্গবাসী ত্রাণ না পেলে

অভিযোগ এবার জানাতে হবে থানায়। জানিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তাহলে কি দল ও প্রশাসনের উপর আস্থা হারাচ্ছেন নেত্রী? প্রশ্ন বিরোধীদের।

শুক্রবার : রাজ্যের বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবার কর্ণধারদের

একগুচ্ছ নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব। বলা হয়েছে প্রতিদিন সকালে খালি শয্যার সংখ্যা জানাতে হবে। ভর্তি নিতে হবে কোভিড রোগীকে। অযথা বিল বাড়ানো যাবে না।

সবজান্তা খবরওয়ালা

চিনকে শিক্ষা দিতে চাই আত্মনির্ভরতা

ওঙ্কার মিত্র : ড. মনমোহন সিং –এর নেতৃত্বে বিশ্বায়নের দরজা খোলার পর এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, জলের মতো সাদামাঠা স্বাদহীন ভারতীয় অর্থনীতিকে বিদেশি লগ্নীর চিনি ঢেলে বিশ্বঅর্থনীতির মিঠে সরবত তৈরি করার নীতির সুবাদে ভারতে জাঁকিয়ে বসেছে আগ্রাসী চিন। ভারতের ব্যবসায়ীক আমদানির ১৮ শতাংশই দখল করে নিয়েছে চিনের ব্যবসায়ীরা। ইতিমধ্যে ভারতের অটো পার্টসের ২০ শতাংশ, ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের ৭০ শতাংশ, দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিসপত্রের ৪৫ শতাংশ, এপিআই-এর ৭০ শতাংশ এবং চামড়া সরঞ্জামের ৪০ শতাংশ দখল করেছে চিন। ২০১৮-১৯ সালে যখন ভারত চিনে রফতানি করেছে ১৬.৭ বিলিয়ন ডলার তখন চিন থেকে আমদানির পরিমান ৭০.৩ বিলিয়ন ডলার। বিশেষজ্ঞদের মতে বিশাল এই ব্যবসায়িক ঘাটতি পূরণ করা অত সহজ নয়। এজন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিপুল পরিমাণ লগ্নী করতে হবে। তবেই বাস্তবায়িত হতে পারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন। তাও এজন্য দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হবে। যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে কোভিড-১৯ নিয়ে বিশ্বের চাপে থাকা চিনকে 'সবক' শেখাবার এটা

একটা সুযোগ এসেছে ভারতের সামনে। অবশ্য জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এক বাণিজ্য বিশেষজ্ঞের মতে 'গালওয়ান টেনশন' ভারত-চিন বাণিজ্যে তেমন কোনও প্রভাব ফেলবে না। কারণ চিনের উপর নির্ভরশীল বহু ক্ষেত্রে এখনও কোনও বিকল্প ভারতের হাতে নেই। এই অধ্যাপকের মতে চিনা জিনিস বয়কটের দাবি যতই উঠুক না কেন বাজার চলে তার নিজের নিয়মে। কে চাহিদা পূরণ করতে পারছে সেটাই বড় কথা। এ ব্যাপারে চিন যে ভারতের থেকে অনেক এগিয়ে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ইন্টারন্যাশনাল ডাটা কর্পোরেশনের তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালের প্রথম তিনমাসে ভারতে আসা স্মার্টফোনের ৭০ শতাংশ দিয়েছে চিনা কোম্পানি। অর্থাৎ নিজেদের বিকল্প হিসাবে তৈরি না করে বয়কটের দাবির কোন সারবত্তা নেই।

আসলে চিনকে বাজার দখলের সুযোগ দিয়ে সম্ভবত কূটনৈতিক ফায়দা তোলার কথা ভেবেছিল ভারত। ধারণা ছিল ভারতকে অযথা বিব্রত করে এতবড় বাজারে ব্যবসার সুযোগ হারাতে চাইবে না চিন। কিন্তু বিড়ালকে যতই লোভনীয় নিরামিষ খানায় অভ্যস্ত করা হোক না কেন মাছের স্বাদ সে ভুলতে পারে না। সুযোগ পেলেই মাছের খোঁজ করে, পেলে ঝাঁপিয়েও পড়ে। ঠিক সেই রকম যতই ব্যবসার সুযোগ দেওয়া হোক না কেন, ভারতের মাটির লোভ আগ্রাসী চিনের কাছে রক্তের স্বাদের মতো। এখানে ওখানে সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে দখলদারিতে। শুধু ১৯৬২ নয় এর আগে বহুবার এমন ঘটনা ঘটেছে। তখন ভারতের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই দুর্বল। এমনকি অনেক ঘটনার কথা জনসমক্ষে আসেইনি। ২০১৪ সালে মোদী সরকার আসার পর ডোকলামে এই প্রথম মুখোমুখি কড়া জবাব পেয়েছে চিন। লাদাখেও চলছে টক্কর। ইতিমধ্যে সীমান্তে পরিকাঠামো জোরদার করতে শুরু করেছে ভারত। যাতে চিনের যে কোনও বদমতলবের জবাব দেওয়া যায় অতি দ্রুত। স্বাভাবিকভাবে ভারতের এই ভূমিকা শঙ্কিত করে তুলেছে চিনকে। গালওয়ান উপত্যকায় পরিকাঠামো নির্মাণের সেই কঠিন পরীক্ষা চলছে। চিন পিছু হঠতে বাধ্য হলে একদম এগিয়ে যাবে ভারত। ফলে সহজে গালওয়ান টক্কর মেটার সম্ভবনা কম।

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির পর চিন এখন বিশ্বের চাপে খানিকটা ব্যাকফুটে। ভাইরাস ছড়াবার দায়ে চিনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আমেরিকা, ইউরোপ এমনকি অস্ট্রেলিয়া। চিনে গিয়ে গবেষণাগারে তদন্তের দাবি করেছে তারা। সকলেই চিন থেকে ব্যবসা গোটানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে জোর কদমে। ফলে আরও ক্ষেপে গিয়েছে আগ্রাসী চিন। চাপমুক্ত হতে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বার করছে আসল চেহারা। গত সপ্তাহে অন্ততঃ তিনবার তাইওয়ানের এয়ার ডিফেন্স জোনে ঢুকেছে চিনা যুদ্ধবিমান। ভিয়েতনামের মৎসজীবীদের নৌকা আক্রমণ করেছে চিনা বাহিনী। জাপানের কাছে বিতর্কিত সেনকাকু দ্বীপের কাছে দেখা গিয়েছে চিনা জাহাজকে। দক্ষিণ চিন সাগরে মুখোমুখি হয়েছে চিনা ও মালয়শিয়ার জলযান। বোঝাই যাচ্ছে আগ্রাসী চিন অশান্তি চায়। চিনকে দুর্বল করতে ঘা দিতে হবে তাদের অর্থনীতিকে। আর সেজন্য আত্মনির্ভরতাই একমাত্র অস্ত্র। ভারত কতদিনে সেই অস্ত্র শানিত করতে পারবে তার উপর নির্ভর করছে চিনের ভাগ্য। এজন্য দেশের সব রাজনৈতিক দলকে এক হতেই হবে। আমরা কি তা পারব?

অভয়ারন্যে পিকনিক বিধায়কের প্রতিবাদ

কল্যাণ রায়চৌধুরী : লকডাউনে যখন সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাল, তার উপরে বিধ্বংসী আমফান ঘূর্ণিঝড়ে গ্রামের মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ, এমতাবস্থায় উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদা পূর্ব ব্লক সভাপতি তথা জেলা পরিষদ সদস্য পরিতোষ সাহার নেতৃত্বে সম্প্রতি পারমাদন অভয়ারণ্যে পিকনিকে শামিল হল বনগাঁ তৃণমূলের প্রায় দেড়শো নেতা-কর্মী। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ জানালেন বাগদার বিজেপির বিধায়ক দুলাল বর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, লকডাউনের সময় থেকে ফরেস্ট বন্ধ। তার মধ্যে

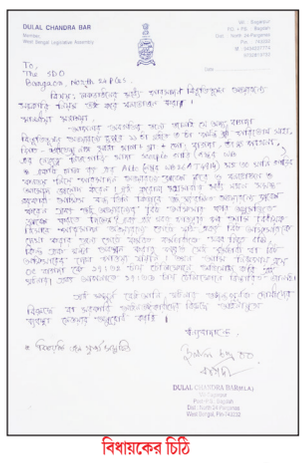

বিধায়কের চিঠি

পিকনিক হওয়ায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

এরপর তিনের পাতায়

ত্রাণ না পেয়ে পঞ্চায়েত অফিসে প্রধানকে ঘিরে বিক্ষোভ

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ২০ শে মে সুপার সাইক্লোন আম্ফানের তান্ডবে বসবাস করছেন দুর্গত পরিবারের লোকজন। দীর্ঘ একমাস অতিক্রান্ত

বাড়িঘর,গাছপালা,বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে যত্রতত্র। অসহায় হয়ে খোলা আকাশের নীচে হয়ে গেলেও আজও অবধি মেলেনি কোন সরকারী ত্রাণ।

এরপর তিনের পাতায়

সাফাই কর্মীদের বিক্ষোভে কাঁপল দাঁইহাট, নিগৃহিত সাংবাদিক

দেবাশিস রায় : বছর তিনেকের ব্যবধানে ফের সাফাই কর্মীদের লাগাতার আন্দোলনে কেঁপে উঠল পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট পুরসভা। টানা দু'দিন সাফাইকাজ বন্ধ থাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল শহরজুড়ে। শতাধিক সাফাই কর্মী মোট ৬ দফা দাবির ভিত্তিতে বুধবার থেকে দু'দিন ধরে কর্মবিরতির পাশাপাশি দাঁইহাট পুরসভা চত্বরে অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছিলেন। তবে, বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে শুক্রবার সকাল থেকেই সাফাই কর্মীরা কাজে যোগ দেন।

বছর তিনেক আগে সিপিএম পরিচালিত দাঁইহাট পুরসভায় সাফাই কর্মীরা দু'সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে লাগাতার আন্দোলন করেছিলেন। এর মাস কয়েক পরেই পুরবোর্ডের ক্ষমতা যায় তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে। সেই সঙ্গে বদলে যায় অনেক কিছুই। একদা লাল রংয়ের পুরভবনে ঝাঁ চকচকে নীল-সাদার পোঁচ পড়ল। বিলাসিতা, সৌন্দর্যায়ণ ও উন্নয়নের নামে দেদার অর্থের অপচয়, স্বজন পোষণ, নিয়ম বহির্ভূতভাবে কর্মী নিয়োগ, প্রভৃতি লাগাতার চলতে থাকল। কিন্তু, শতাধিক সাফাই কর্মীর আর্থিক অবস্থার বদল ঘটল না। আর নানাবিধ বঞ্চনার ফিরিস্তি নিয়েই তাঁদের ফের আন্দোলন। বুধবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ পুরসভায় এ সম্পর্কিত খবর সংগ্রহ করতে গেলে দেখা গেল সাফাই

সাফাইকর্মীদের বিক্ষোভে

বিভাগের সামনে গোবিন্দ হরিজন, তিরু হরিজন, প্রতাপ সেখ, সুমিত কাদর, লাল্টু কাদর, বুদ্ধ হরিজন প্রমুখ তুমুল বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। ওইসব সাফাই কর্মীর অভিযোগ, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলেও নানাভাবে পুর কর্তৃপক্ষের বঞ্চনার শিকার।

সাফাই কর্মী গোবিন্দ হরিজন বলেন, 'আমাদের দৈনিক ৪০০ টাকা মজুরি দিতে হবে। তাছাড়া মজদুর পোস্টে যাঁরা নিয়োগ হয়েছেন তাঁদের আমাদের সঙ্গেই রাস্তায় নেমে কাজ করতে হবে, পুরসভার অফিসে বসে তাঁদের বসিয়ে কাজ করানো আমরা মানব না। করোনা পরিস্থিতিতেও প্রশাসনের আশ্বাসে সাময়িকভাবে আন্দোলন বন্ধ রেখে ফের কাজে যোগ দিলেও আমরা আমাদের দাবিগুলি থেকে সরছি না। আমরা সিপিএমের বোর্ডের সময়েও আন্দোলন করেছি। দাবি না মিটলে ফের আন্দোলনে নামব।'

এবিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানার জন্য দাঁইহাট পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সন শিশির মণ্ডলকে মোবাইলে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি ধরেন নি। তবে, কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার দুপুরে টেলিফোনে এ বিষয়ে বলেন, 'দাঁইহাট পুরসভায় খুবই অর্থ সংকট চলছে। তবে, সাফাই কর্মীদের দাবিগুলি নিয়ে আমি দাঁইহাট পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সন শিশির মণ্ডলের সঙ্গে আলোচনা করব।'

সাফাইকর্মীদের বিক্ষোভের রাগ গিয়ে পড়ল সাংবাদিকের উপর। গত বুধবার বিক্ষোভ চলাকালীন আলিপুর বার্তার সাংবাদিক সেখানে পৌঁছে ছবি তোলার সময় পুরসভার এক কর্মী গুন্ডায় রূপান্তরিত হন। সাংবাদিককে ঠেলে সরিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ছবি তুলছেন কেন? দেখতে চান পরিচয়পত্র। অবশ্য তার এই কাজের অধিকার আছে কিনা সে প্রশ্নে নীরব থাকেন তিনি। যদিও বিক্ষোভকারী সাফাইকর্মীরা সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলে সরে পড়েন তিনি। এ ব্যাপারে চেয়ারম্যানকে কোন করলে তিনি ফোন ধরেননি বা এসএমএসের জবাব দেন নি। পরে সাংবাদিকের তরফে লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয় পুরসভায়। যদিও তার কোনও সদুত্তর এখনও মেলেনি।

বিরোধীরা সাংবাদিকের কাজে বাধা দেওয়ার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন এবং ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে এই কাজের সঙ্গে চেয়ারম্যান জড়িত না থাকলে তিনি অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতেন।

আলিপুর সাব ডিভিশনে করোনার দাপট বাড়ছে

মাস্কবিহীন নিত্য যাত্রীদের বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সাব ডিভিশনের বিভিন্ন ব্লক ও পুরসভাতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত মঙ্গলবার বিষ্ণুপুর-১ নম্বর ব্লকের পশ্চিম বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্য, যার বয়স ৬২, তিনি করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যান। গত মার্চ মাসে প্রথম করোনার বলি হয়েছিলেন মহেশতলা পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের এক যুবক। তার পরদিন যত এগিয়েছে মহেশতলা পুরসভা এলাকায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ঊর্দ্ধমুখী হয়েছে। এরপর বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকেও ক্রমশ করোনা থাবা বসিয়েছে। হাটবেড়িয়া, খাসটীকা, আমতলা বিভিন্ন অঞ্চলে করোনা ছড়িয়েছে। বজবজ-২ নম্বর ব্লকের কাশীপুর আলমপুর অঞ্চলের এক বাসিন্দা মদন চন্দ্র দে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এরপর চকবাঁশবেড়িয়া, নর্থ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের আদকপাড়া, কামরা গ্রাম পঞ্চায়েতের

পশ্চিম উমেদপুরে করোনা তার থাবা প্রসারিত করেছে। বজবজ পুরসভা এলাকার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে করোনার থাবা। সূত্রের খবর বজবজ পুরসভার এক পূর্বতন কাউন্সিলার, এক তৃণমূলের যুব নেতাও করোনার শিকার। পূঁজালী পুরসভার তৃণমূলের এক যুব নেতাও আক্রান্ত হয়েছেন বলে সূত্রের খবর। ইতিমধ্যেই আলিপুর সাব ডিভিশনে বেশ কিছু অঞ্চল স্যানিটাইজ করা হয়েছে। কিন্তু এখন অনেক মানুষ সেভাবে সচেতন হতে পারেনি। অটোতে ঠাসাঠাসি করে যাত্রী পরিবহন চলছে। বাজারে সোসাল ডিসট্যান্স বজায় থাকছে না। অনেকেই যত্রতত্র থুথু ফেলছে। অনেকেই মাস্ক ব্যবহার করছে না। সম্প্রতি চোখে পড়ল বজবজ-নোদাখালী থানা এলাকায় মাস্কবিহীন নিত্যযাত্রীদের বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর জেলা প্রশাসন আলিপুর সাব ডিভিশনে মহেশতলা, বজবজ এবং আমতলায় করোনা আক্রান্তদের জন্য 'সেফ হাউস' তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে বেডের অপ্রতুলতা। ইএসআই জোকাতেও এখন করোনা আক্রান্তদের ভর্তি করা হচ্ছে।

তুঝে সালাম

বিশ জওয়ানের শহিদ পীঠ

কর্নেল বিকুমাল্লা সন্তোষ বাবু
হায়দ্রাবাদ, তেলেঙ্গানা

নায়েক দীপক কুমার
রেওয়া, মধ্যপ্রদেশ

হাবিলদার বিপুল রায়
আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ

হাবিলদার কে পালানি
মাদুরাই, তামিলনাড়ু

হাবিলদার সুনীল কুমার
পাটনা, বিহার

নায়েব সুবেদার মনদীপ সিং
পাতিয়ালা, পঞ্জাব

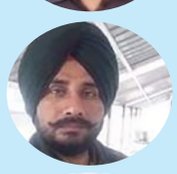

নায়েব সুবেদার সতনাম সিং
গুরদাসপুর, পঞ্জাব

সিপাহী আমন কুমার
সমস্তিপুর, বিহার

সিপাহী অঙ্কুশ
হামিরপুর, হিমাচলপ্রদেশ

সিপাহী চন্দন কুমার
ভোজপুর, বিহার

সিপাহী গণেশ রাম
কংকের, ছত্তিশগড়

সিপাহী গণেশ হাঁসদা
পূর্ব সিংভূম, ঝাড়খন্ড

সিপাহী চন্দ্রকান্ত প্রধান
কান্ধামল, ওড়িশা

সিপাহী গুরবিন্দর
সঙ্গরুর, পঞ্জাব

সিপাহী গুরতেজ সিং
মনসা, পঞ্জাব

সিপাহী জয় কিশোর সিং
বৈশালী, বিহার

সিপাহী কুন্দন কুমার
সাহারষা, বিহার

নায়েব সুবেদার নুদুরাম সোরেন
ময়ূরভঞ্জ, ওড়িশা

সিপাহী রাজেশ ওরাং
বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

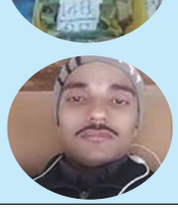

সিপাহী কুন্দন কুমার ওঝা
সাহেবগঞ্জ, ঝাড়খন্ড

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ২০ জুন – ২৬ জুন, ২০২০

এবার চাই ঐক্যবদ্ধ ভারত

ভারত চিন সীমান্তে রক্তক্ষয় শুরু হয়েছে। এর জল কতদূর গড়াবে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। তবে চিনের সঙ্গে সংঘর্ষের অতীত ইতিহাস খুব একটা মধুর নয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু চিনের তিব্বত দখল ও দলাই লামার বিতারণ পর্বের সময় শুধু মৌন ছিলেন না চিনের প্রতি সদয় ছিলেন নানাভাবে। তার সেই স্লোগান 'হিন্দি চিনি ভাই ভাই' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল যখন ভারত আক্রমণ করে চিন। চিন কোনও দিন কথা রাখেনি। সেদিন ভারতীয় সেনাবাহিনীও প্রস্তুত ছিল না। চিনের সঙ্গে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা খুব একটা ভালো হয়নি। পরবর্তী কালে চিনের হানাহানি রুখতে সেনাবাহিনী যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। দেশ ভাগের পরে পরেই জওহরলাল ও তার পারিষদবর্গ ভারতের আকার ছোট করতেই ব্যস্ত ছিলেন। এমনকী একসময় পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে এই বাংলাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন। সদিচ্ছা থাকলে ভারতের মানচিত্র আরও অনেক বড় হতো। খন্ডিত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের বিশ্ব শান্তির নানা পোশাকী প্রচেষ্টা বারংবার ব্যর্থ হয়েছে।

এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। চিন বিশ্বের দরবারে অনেকটাই কোনঠাসা। ভিয়েতনাম, জাপান সহ কয়েকটি দেশের সঙ্গে সীমানা নিয়ে অপ্রিয় হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। এমনকী করোনা কেলেঙ্কারি নিয়েও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সহ কয়েকটি ইউরোপের দেশ আঙুল তুলেছে চিনের দিকে। নেপাল ও পাকিস্তানকে দোসর করে পূর্ব থেকে পশ্চিম সীমান্তে চিন আগ্রাসনের চেষ্টা করছে। চিনের সামাজিক পরিকাঠামোয় গণতন্ত্রের ছিটেফোটা নেই। বিপক্ষ কণ্ঠস্বর সেখানে রুদ্ধ। বুদ্ধিজীবী কিংবা পদক ফেরত দেওয়ার ঘটনা সেখানে কল্পনাতীত। বিরোধী দল কিংবা বিরোধী নেতাদের বক্তব্য বিশ্বের কোনও প্রান্তেই পৌঁছয় না। নব্বুইয়ের দশকে প্রতিবাদী ছাত্র যুবদের উপর মিলিটারি ট্যাঙ্ক চালিয়ে তিয়েন–আন–মেন স্কোয়ারে কম্যুনিস্ট কঠোরতার নমুনা বিশ্বের দরবারে তারা জানিয়ে দিয়েছিল। সেদেশের গড়ে প্রায় ২২ জনের প্রাণদণ্ড হয়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তথ্য অনুযায়ী সেদেশের দমন–পীড়ন নীতি কল্পনাতীত। ইন্টারনেট পরিষেবা সেদেশে সীমিত। যদিও খুব কম বেতনে সেখানকার শ্রমিকদের অমানুষিক পরিশ্রম করানো হয় এবং কোনও ধর্মঘটকেই রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় না। সেদেশের শাসকদল ও সরকার এক ও অভিন্ন। ভারতের মতো চিন্তা চেতনায় উন্নত এদেশের বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চয়ই ভাববেন চিনের এই দানবীয় ভাবমূর্তির কথা। এদেশে চিন অনুরাগীর সংখ্যা কম নয়। চিনের রক্তপতাকার প্রতি অনুরক্ত বহু রক্ত পতাকার নানা দল এদেশের মাটিতে আছে। সাম্যবাদের আদর্শ নিশ্চয়ই মহান। কিন্তু সেই সাম্যবাদের মুখোশের আড়ালে যখন সাম্রাজ্যবাদ মাথাচাড়া দেয় তখন তা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এখন চিনের ভেতর যা ঘটছে বা ঘটেছে তার যতটুকু খবর প্রকাশিত হয়েছে তা নাৎসি অত্যাচারের থেকে বহুগুণ বেশি।

দেশের স্বার্থে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলিকে ভারত সরকারের পাশে সার্বিক ঐক্যবদ্ধ ভাবে থাকতে হবে। যে বীর সেনা জওয়ানরা প্রতি মুহূর্তে আমাদের দেশের সীমানা ও নিরাপত্তায় নিয়োজিত তাদের প্রতি প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব আছে। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক ভাবে ভারত অনেকটাই সুরক্ষিত তবু অতীতের অনেক ভুল ভ্রান্তির কারণে দেশ বারংবার বিদেশি আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে। এবার যেন সে ভুল না হয়।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র পাঁচ

তদেজতি তৈহেজতি তদ্ দূরে তদন্তিকে।
তদন্তবস্য সর্বসা তদু সর্বস্যাল্য বাহ্যতঃ।।৪।।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সচল এবং অচল। তিনি বহু দূরে রয়েছেন, আবার সন্নিকটেও অবস্থান করছেন। তিনি সকল বস্তুর অন্তরে এবং বাইরে অবস্থান করেন।

তাৎপর্য

যেমন, ভগবান মাটি, পাথর কিংবা কাঠের অর্চা–বিগ্রহের মধ্যে আবির্ভূত হতে পারেন। এই সমস্ত শ্রীবিগ্রহ কাঠ, পাথর বা অন্য কোন পদার্থ থেকে প্রকাশিত হলেও তা দেবমূর্তিও নয়, যা অপৌত্তিলিকরা দাবি করেন।

আমাদের বর্তমান অসম্পূর্ণ প্রাকৃত অবস্থায় ত্রুটিযুক্ত দর্শন–শক্তির কারণে আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারি না। কিন্তু ভগবৎ দর্শনে ইচ্ছুক জড় দৃষ্টিসম্পন্ন ভক্তবৃন্দের কাছে তিনি কৃপা করে তথাকথিত জড় বিগ্রহ–রূপে তাঁদের সেবা গ্রহণের জন্য আবির্ভূত হন। কারও মনে করা উচিত নয় যে, যারা পৌত্তলিক তাঁরা ভগবদ্ভক্তির নিম্নতম পর্যায়ে বিরাজ করছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ভগবৎ উপাসনাই করছেন এবং তিনি তাঁদের কাছে সহজগম্যভাবে আবির্ভূত হতে সম্মত হয়েছেন। অর্চা–বিগ্রহ উপাসকের মনগড়া নয়, তা তার সকল আনুষঙ্গিক সহ নিত্য বর্তমান।

একমাত্র শুদ্ধ অন্তঃকরণ–বিশিষ্ট ভক্তই এই সত্য অনুধাবন করতে পারেন, নাস্তিকের দ্বারা তা সম্ভব নয়।

ভগবদ্গীতায় (৪/১১) শ্রীভগবান বলেছেন যে, ভক্তের শরণাগতির মাত্রা অনুসারেই তিনি তাঁর ভক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত হন।

তাঁর শরণাগত ভক্ত ভিন্ন অন্য কারও কাছে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন না। সুতরাং শরণাগত ভক্তের কাছে তিনি অত্যন্ত সুলভ, কিন্তু যারা শরণাগত নয়, তাদের কাছে থেকে তিনি বহু বহু দূরে অবস্থান করতে এবং তাদের কাছে তিনি একান্তই দুর্লভ।

এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে বর্ণিত সগুণ এবং নির্গুণ শব্দ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সগুণ শব্দের অর্থ এই নয় যে, ভগবান যখন এই জগতে আবির্ভূত হন তখন তিনি জড় প্রকৃতির নিয়মের অধীন হন, যদিও তিনি প্রাকৃত রূপেই আবির্ভূত হন। সকল শক্তির উৎস হওয়ায়, তাঁর কাছে জড়া শক্তি এবং চিন্ময়।

ফেসবুক বার্তা

১৪ বছর পর স্টেথোস্কোপ হাতে সুন্দরবনের মানুষের পাশে পরিচালক চিকিৎসক

কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

আমফান ও মহামারী করোনায় বিধ্বস্ত সুন্দরবনবাসীর পাশে দাঁড়াতে ফের পুরোনো পেশায় কমলেশ্বর।সেই অঞ্চলে ক্যাম্প করে রোগী দেখছেন, পৌঁছে যাচ্ছেন প্রান্তিক মানুষগুলোর কাছে, যাঁরা এই দুর্দিনে বেসিক স্বাস্থ্য পরিষেবাটুকু পাচ্ছেন না।

নতুন মঞ্চ গড়ার কাজ চলছে অর্থবাজারে

পার্থসারথি গুহ ঃ

সব কিছু ভেঙে যাওয়ার পর ফের নতুন করে সংসার নিয়ে বসা। এ গপ্পো দীর্ঘদিন ধরেই চালু আছে শেয়ার বাজারে। এ যেন অনেকে মসকরা করে বলে থাকেন, এ হল বালির ঘর। এই আছে, এই নেই। অনেক খেটে খুটে কেউ হয়তো বালি দিয়ে কোনও আকর্ষণীয় জিনিস তৈরি করলেন। কিন্তু এক লহমায়, সমুদ্রের এক বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় সব খানখান হয়ে গেল। নমো–২ য়ের প্রত্যাবর্তনের পর ভারতীয় শেয়ার বাজারে যেন চলছে এমনই এক নতুন ভিত প্রস্তরের কাজ। এর ওপরের দিকটা যদি ১২ হাজার হয় নিফটির ভিত্তিতে, তাহলে নিচের জায়গাটা সাড়ে ৯–১০ হাজার হতেই পারে। অন্তত এই অভিমত পোষণ করছেন বিশেষজ্ঞরাই। বিশেষ করে কোভিড আবহে সব তালগোল পাকিয়ে ঘেঁটে গিয়েছে।

শেয়ার বাজারেও এমন ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। কোনও শেয়ারের দাম বাড়তে বাড়তে হয়তো মহীরূহ ছুঁয়ে ফেলল। তারপরেই তাকে গ্রাস করল এক ভয়াবহ পতন। যার হাত ধরে নতুন করে নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকল শেয়ারটি। এ খেলা বহুদিন ধরেই চলে আসছে অর্থবাজারে। ভারত বলে নয়, তামাম দুনিয়ার শেয়ার বাজারেই এমন নাটকের শুরু ও যবনিকাপাত ঘটে চলেছে অহরহ। তবে তার মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা বাজারের এই তুর্কীনাচনের সঙ্গে তাল রাখার ধান্দায় না গিয়ে বেছে নেন এসআইপি বা সিস্টেমিক ইনভেস্টমেন্টের পদ্ধতি। অর্থাৎ

নিয়ম মেনে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা শেয়ার বাজারের জন্য। মাসের একটা সুনির্দিষ্ট সময় যা ব্যাঙ্কের খাতা হয়ে বয়ে যায় বাজারের দিকে। ইতিহাস বলছে, এমনভাবে যাঁরা ট্রেড করে থাকেন শেষপর্যন্ত তাঁরাই তাঁদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেন শেয়ার বাজারে। নচেৎ লবডঙ্কা মিলতে সময় নেয় না। এমনকি তুমুল আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যেও পড়তে হয় এলোমেলো শেয়ার ট্রেডিংয়ে। সেজন্যই বাজার বুল থাকুক আর বেয়ার, এসআইপি ধরে রাখাটাই শ্রেয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রশ্ন উঠেছিল, এই কারেকশন কেমন পর্যায়ের হবে? অর্থাৎ তাতে কি নড়ে উঠবে স্টক মার্কেটের শক্তিশালী ভিত্তি। এ ক্ষেত্রে ক্রুড অয়েলের দামে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এই বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাবে বলেই মনে করছেন কোটাক সাহেব । তেলের পাশাপাশি সোনার দামে ফের উত্তরণ আরও একটা বড় চিন্তার কারণ হতে চলেছে। যার নিট কথা হল, ইক্যুটি বা শেয়ার বাজারের বাজারের টাকা বোধহয় এবার স্থানান্তরিত হয়ে কমোডিটি অঞ্চলে ঢুকতে চলেছে। এরসঙ্গে আরও একটা বিষয় যথেষ্ট উদ্বেগ জাগাচ্ছে। তা হল, শুধুমাত্র হাতেগোণা কিছু শেয়ারের মধ্যেই এখন লিকুইডিটি ঘুরপাক খাচ্ছে। যা মোটেই খুব একটা সন্তোষজনক নয়। কিন্তু যে কতদিন চলবে সে ব্যাপারে কেউ খুব একটা আলোকপাত করেননি।

সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা বড়রকমের দোলাচল কাজ করছে ট্রেডারদের মধ্যে। বিশেষ করে দেশি সাহেব বা ডোমেস্টিকরা বছরের প্রথম থেকেই বেচুবাবুকে হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাজেট পর্যন্ত তাদের এই মুড বজায় থাকলেও এখন অবশ্য তাঁরা ফের ক্রেতা হয়ে উঠেছেন। বস্তুত বিদেশিদের লাগাতার বিক্রির মাঝে তাঁদের কেনা স্বস্তি জোগাচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তাই এখনই খুব বেশি চিন্তা না করে সাধারণ লগ্নিকারীদের মুনাফা পেলে তা উঠিয়ে নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পরে স্থিতাবস্থা ফিরলে জোরকদমে বাজারে ফেরার পরামর্শ থাকছে।

এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উঁচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে। তার থেকে বড় কথা বিদেশিদের দীর্ঘদিনের মৌরসিপাট্টাকে দূরে সরিয়ে ভারতের বাজারে হঠাৎ করে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ডোমেস্টিক দাদা–ভাইয়ারা। যা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে। কোভিড পরবর্তী জমানায় এই ছবিটাই হয়তো পরিস্কার হয়ে উঠবে।

বেহালা–জোকা কী এবার বানভাসি অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি বর্ষের বর্ষার বৃষ্টি উপস্থিত। পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিক দিয়ে বজ্রগর্ভ মেঘ ঢোকা শুরু হয়ে গিয়েছে। ১২ জুন দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢুকে গেলেও প্রবল বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আপাতত খুবই ক্ষীণ। কলকাতা সহ উপকূলীয় অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতেরই সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় কলকাতা পুরসংস্থার নিকাশি দফতরের নিয়ন্ত্রণে থাকা কলকাতার বিভিন্ন সীমানায় থাকা নিকাশি খালগুলির নিকাশি হাল হকিকত কেমন অবস্থায় এখন আছে সেজন্য 'ক্ষেত্র পরিদর্শনে' গত ৮ জুন পুর প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতার সীমানাস্থিত মণিখালি খাল, চড়িয়াল কাল ও সিড়িটি খাল এবং তৎসংলগ্ন এলাকা ও আকড়া নতুন পোলস্থিত 'নিউ মণিখাল পাম্পিং স্টেশনে'র বর্তমান ব্যবস্থাপনা দেখে যান। সঙ্গে ছিলেন নতুন পুর মহাধ্যক্ষ বিনোদ কুমার, পুর নিকাশি দফতরের প্রশাসক তারক সিংহ ও রাজ্যের সেচ ও জলপথ দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়াররা। মণিখালি খাল পাড়ে দাঁড়িয়ে কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম বলেন, চড়িয়াল খাল ও মণিখালি খাল পরিষ্কার হচ্ছে। যদিও কিছু কিছু জায়গায় সেচ দফতর কাজ করছে। কিছু কিছু জায়গায় সমস্যা হচ্ছে। যেহেতু রেলব্রিজের তলায় রেল সেখানে কাজ করেছে। ছ'কোটি টাকা প্রায় তিনবছর আগে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখনও সে কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এই কাজটা করা এবং তার 'মেনটেনেন্সটা' ঠিক মতো হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমার সঙ্গে সেচ ও জলপথ

দফতরের মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কথাবার্তা হয়েছে। ও বলেছে দাদা, যতোটা পারবো আমি করে দেব।' তিনি আরও জানান, আমফান ও কোভিড–১৯–এর জন্য রাজ্য সরকারের আর্থিক অবস্থা তলানিতে এসে ঠেকেছে। তারপর ৫৩ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে আসছে না। আমরা বর্তমান কাজের অবস্থা চোখে দেখে গেলাম। কী কী অসুবিধা হচ্ছে দেখে গেলাম। রেলব্রিজের তলাটাও দেখে গেলাম। এরপর ওপরমহলে যাবো। রাজ্য সরকারের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েও কাজ হচ্ছে না। এটার একটা যথাযথ ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে হবে। বর্ষায় জল জমবে। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু এখন ঘন্টায় ২৫৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আমাদের কলকাতায় সাধারণত ঘন্টায় ২০ মিলিমিটার বৃষ্টি হলে কলকাতায় জল জমার কোনও সম্ভাবনা নেই। তারপর হুগলি নদীতে জোয়ার–ভাটা বিষয়ের ওপর কলকাতার জল বের করে দেওয়ার বিষয়টা নির্ভর করতে হয়। কলকাতায় জল জমবে। কিন্তু বেরিয়েও যাবে। যতো দূর সম্ভব নিকাশি খাল পরিষ্কার রাখতে হবে। কলকাতা থেকে জমা বর্ষার জল বের করে দিতে হবে। কলকাতাবাসীকে সুবিধা দিতে হবে। মহেশতলার যে চারটি ওয়ার্ডে ১১–১৪ নম্বরে প্রাক্ বর্ষার জলে এখনই যে জলমগ্ন অবস্থায় আছে। সে বিষয়ে সেচ দফতরের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। বর্ষার রকমসকমের বিস্তর পরিবর্তন হয়েছে। বর্ষাতে বৃষ্টি হবে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আগে বর্ষার বৃষ্টি হতো ঝিরঝিরি রূপে। পাঁচ থেকে সাতদিন ধরে বৃষ্টি হতো। এখন আধ ঘন্টায় যেন মেঘ ভাঙার মতন, ঘন্টায় ৮০–১০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হচ্ছে। ২০ মে আমফানের দিন কয়েক ঘন্টায় যেন মেঘ ভাঙার মতন, ঘন্টায় ওরা চেষ্টা করছে বেগোড় খালে বর্ষার আগেই যাতে ড্রেজিং কররা যায়। দেখুন আগে কলকাতায় সাতদিন–আটদিন জল জমে থাকতো। কিন্তু এখন বৃষ্টির পর কলকাতায় দুই থেকে তিন ঘন্টা জল জমে থাকে। কলকাতা পুরসংস্থার নিকাশি দফতর চেষ্টায় আছে ওই সময়টুকুও কমানো যায়। কারণ কলকাতার অনেকগুলো জায়গায় বক্স ড্রেন আছে। যেমন–শিয়ালদহ অঞ্চলে উত্তর কলকাতায় ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ওইসব জায়গায় বর্ষার জল জমে। সেখানে একটা ৫০–৬০ বছর যাবৎ যে বক্স ড্রেন আছে, সেটা পরিষ্কার করা হয়নি। ওটাতে কাজ শুরু হয়েছে। বাদবাকিগুলি জেএমএনইউআরএমে'র অর্থে পরিষ্কারের কাজ হয়েছে। ওটাকে পরিকল্পনা করে, করতে করতেই আকস্মিকরূপে আমফান এসে গেল। খিদিরপুরে জল জমে। সেটাতে ৪৬ কোটি টাকা দিয়ে কাজটা শুরু করা হয়েছিল। লকডাউন হয়ে গিয়ে কাজটাকে পরিকল্পনা থেকে দূরে সরিয়ে দিল। আমার লক্ষ্য কাজটা করতে হবে। কলকাতাকে সম্পূর্ণরূপে বর্ষার জল জমা থেকে, পরিস্রুত পানীয় জল প্রয়োজন মাফিক দিতে কলকাতাকে স্বয়ংসিদ্ধ করতে হবে। এই পরিকল্পনা নিয়ে কলকাতা পুরসংস্থা এগোচ্ছে।

বেহাল রাস্তা নিয়ে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সড়ক যোগাযোগের ভয়াবহ পরিস্থিতি, একটু বৃষ্টিতেই গোটা রাস্তা হয়ে পড়ে কর্দমাক্ত। রীতিমতো চলাচলের অযোগ্য হয়ে ওঠে গ্রামের এই মূল রাস্তাটি। রাস্তা সংস্কারের জন্য বারবার স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে বিডিও কে জানানোর পরেও কাজ হয় নি কিছুই। আর তাই , সোমবার পাকা রাস্তার দাবিতে তুফানগঞ্জ ১নং ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাঘাট এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে, গাছের গুড়ি ফেলে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

সংশ্লিষ্ট এই বালাঘাট হরি মন্দির থেকে পূর্ব দেওচড়াই যাওয়ার প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। গত বছর জুন মাসের ২১তারিখ এই রাস্তা সংস্কারের দাবি নিয়েই এই জায়গাতেই অবরোধে শামিল হয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। এরপর তুফানগঞ্জ ১নং ব্লকের বিডিও নিজে ঘটনাস্থলে এসে গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করেন দ্রুততার সাথে সমস্যার সমাধান করা হবে এই রাস্তার। বিডিওর প্রতিশ্রুতিতে সেই সময়ে এই অবস্থান–বিক্ষোভ তুলে নেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গ হয়েছে তাদের। বিডিও নিজে

প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেও এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সংস্কার হয় নি রাস্তার। কয়েকদিন ধরে চলা বৃষ্টিতে গোটা রাস্তা ডুবে গেছে কাঁদায়। রাস্তার এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য চলাচল করতে পারছেন না সাধারণ গ্রামবাসীদের তথা ছাত্রছাত্রীদের। এমনকি গ্রামের কেউ গুরুতর অসুস্থ হলেও অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে পারছে না এই রাস্তা দিয়ে। এই পরিস্থিতিতে তাই কার্যত বাধ্য হয়েই পুনরায়এই পথ অবরোধে সামিল হন গ্রামবাসীরা। এদিন সংশ্লিষ্ট এলাকার আবাল–বৃদ্ধ–বনিতা সকলেই শামিল হন এই অবরোধ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে। এদিন বেলা ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত প্রায় ৩ ঘন্টা অবরোধ চলার পর ঘটনাস্থলে আসেন তুফানগঞ্জ ১নং ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। তার কথায় আশ্বস্ত হওয়ার পর এই অবরোধ তুলে নেন গ্রামবাসীরা।

সরকারি বাসে অফিস যাত্রীর হুড়োহুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগর নিত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির পাঠাগার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত

সকাল ৭টায় সরকারি বাসে অফিস যাত্রীদের নিয়ে ভিড়। বাসে ওঠার লম্বা লাইন। এজন্য প্রতিদিন ভোর চারটেয় বাসে ওঠার পড়িমড়ি করে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। যাত্রীদের লম্বা লাইনের ভিড়ে সামাজিক দূরত্বের শর্তটা অবশ্য মানা হচ্ছে না।

সর্পাঘাতে মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি :১৩ জুন দুপুরে দক্ষিণ কাশল্য গ্রামে পুকুরে সজনে পাতা আনতে গিয়ে সাপে কামড়ায় তমিউদ্দিন শেখ নামে এক ব্যাক্তিকে । ওঝার কাছে নিয়ে গেলে পায়ে বাঁধন দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা হয় । রাত্রি এগারোটায় মুরারাই হাসপাতালে নিয়ে গেলে মারা যায় তামিউদ্দিন । ১১ জুন সন্ধ্যায় চিনপাই বিশ্রামতলা বাগ্দীপাড়ায় ঘরে কাজ করার সময় চায়না বাগ্দী (৪৩) নামে এক মহিলাকে সাপে কামড়ায় । স্থানীয়দের অভিযোগ, ঝাড়ফুঁক করার পর সিউড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে মারা যায় । গ্রামবাংলায় এখনো অন্ধবিশ্বাস বিদ্যমান – এই দুটি ঘটনা এটার জ্বলন্ত উদাহরণ ।

বাংলার যুব শক্তির সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার বারুইপুর মহকুমার বাংলার যুব শক্তির সূচনা হলো বারুইপুর লীলা সিনেমা হলে। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় আগামী ভোটে যুব শক্তিকে আরও বেশি দলমুখী করার তাগিদে এই কাজ শুরু করলো তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সৈনিকেরা। এদিন এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক সওকাত মোল্লা। এছাড়া উপস্থিত

ছিলেন জেলা পরিষদের বন কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু বাপুলী, বিভাস সরদার সহ আরো অনেকে।

রাজনগরে সঙ্কটে ছিপশিল্পীরা

অভিক মিত্র : বর্ষায় গ্রামবাংলার পুকুর ডোবা নদীতে ছিপ হাতে মাছ ধরে মানুষজন । বাশের ডগা থেকে আগুনে সেঁকে কয়েকপুরুষ ধরে ছিপ তৈরি করে আসছে রাজনগরের ছিপপাড়ার পনেরো সংখ্যালঘু পরিবার । বংশপরম্পরায় তাঁদের পেশা এই ছিপ তৈরি । সেই ছিপ কলকাতা,বাংলাদেশ,ঝাড়খন্ডে যায় । করোনা সংক্রমণ থেকে রুখতে শুরু হয়েছে লকডাউন । লকডাউনে গৃহবন্দি মানুষজন । আসছে না খরিদ্দার। এমতাবস্থায় আর্থিকসঙ্কটে

পড়েছে পরিবারগুলি । ছিপশিল্পী শেখ কোবাদ,আক্কেল আলি খান,ইয়াকুব খানরা বলেন, 'এইভাবেই আজ তাঁরা অস্তিত্বের সঙ্কটে ।'

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ–রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় চাপানউতোরে উত্তাল কোচবিহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে গুন্ডা মাফিয়া বলে আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্টা আক্রমণ করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষও । সোমবার কোচবিহার জেলা বিজেপি পার্টি অফিসে আত্মনির্ভর ভারত অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করতে আছেন রাজ্য বিজেপি নেতা রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি মালতি রাভা রায়, সাংসদ নিশীথ প্রমানিক, রাজ্য বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি আলি হোসেন ।

আত্মনির্ভর ভারত অনুষ্ঠান শুভ সূচনার পর সাংবাদিক সম্মেলন করে বর্তমান করোনা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেন রাজু। তিনি বলেন, রাজ্যের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের করোনা নিয়ে কোনো রকম কাজ করেনি সরকার । উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কে আক্রমণ করে বলেন, উত্তরবঙ্গে একজন মন্ত্রী রয়েছেন। তার না আছে কাম না আছে নাম। মমতা ব্যানার্জি পাত্তাই দেন না তাকে । শুধু মাফিয়াগিরি করে বেরান তিনি । এখানে কোনো রকম চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই । করোনা টেস্ট ব্যবস্থা ও ঠিকমতো হচ্ছে না । কোয়ারান্টাইনে মানুষকে খাওয়া–দাওয়া দেওয়া হচ্ছে না । অভিযোগ রয়েছে এই সরকারের

বিরুদ্ধে ।কোয়ারান্টাইন সেন্টার গুলোর ব্যবস্থা ঠিক নেই।

পাশাপাশি তিনি প্রশান্ত কিশোরকে পরিযায়ী শ্রমিক বলে আক্রমণ করে বলেন, তৃণমূলের একজন বলছেন যারা ভিন্ন রাজ্য থেকে শ্রমিক আসছেন তাদের জামাই আদর করা যাবে না। তবে একজন পরিযায়ী শ্রমিককে 500 কোটি টাকা খরচ করে অনেকদিন আগেই নিয়ে এসেছেন। তাকে জামাই আদর করে রেখেছেন ও তার বুদ্ধিতে চলছেন ।

অন্যদিকে রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্রমণের পাল্টা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ফালতু লোক । সে কোনওদিনও সেভাবে আন্দোলন করেছে । শুধুমাত্র বড় বড় কথাই বলে যাচ্ছে । আগে মানুষের জন্য কাজ করে দেখাক ।উত্তরবঙ্গ নয় ,গোটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে যে উন্নয়ন হয়েছে বিজেপি শাসিত কোনও রাজ্যে তা হয় নি ।

দেশে গোষ্ঠী সংক্রমণ আগেই ছড়িয়েছে
দাবি বিশেষজ্ঞ মহলের

বরুন মণ্ডল : ভারতে নোভেল করোনার (কোভিড-১৯) গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়নি বলে জানিয়েছিল 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ' (আইসিএমআর)। ১৩ জুন দেশের বিশেষজ্ঞ মহলের একটা বড়ো অংশ আইসিএমআরে'র বক্তব্য উড়িয়ে দিয়ে জানালেন, গোষ্ঠী সংক্রমণ না হওয়ার দাবি বাস্তব ছবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এবং প্রকৃত চিত্রটা মেনে না নিয়ে ভারত সরকার 'একগুঁয়েমি' মনোভাব দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ। দেশের অনেক জায়গায় গোষ্ঠী সংক্রমণ ছড়াচ্ছে বলে দাবি বিশেষজ্ঞ মহলের। ভারত সরকারের কাছে ওই বিশেষজ্ঞ মহলের আবেদন, আত্মতুষ্ট না হয়ে প্রকৃত ছবিটা স্বীকার করে নেওয়া জরুরি।

আইসিএমআরে'র ডিরেক্টর জেনারেল বলরাম ভার্গব গত ১১ জুন বলেছেন, ভারতে এখনও করোনার অর্থাৎ কোভিড-১৯-এর গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়নি। এদিকে এইমসের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডা. এম সি মিশ্র জানিয়েছেন, নিঃসন্দেহে ইতিমধ্যে ভারতের অনেক জায়গায় নোভেল করোনার গোষ্ঠী সংক্রমণ ছড়িয়েছে। তিনি এও জানিয়েছেন, আনলক ওয়ান পর্বে কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ এখন অনেক জায়গায় ছড়াচ্ছে, যেখানে আগে করোনার কোনও সংক্রমণ ছিল না। ভারত সরকারের এই সত্যিটা মেনে নেওয়া উচিত যাতে দেশবাসী আরও সতর্ক থাকে। ভাইরোলজিস্ট শাহিদ জামিল আবার জানিয়েছেন, ভারতে অনেকদিন আগেই গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়েছে। ফুসফুস বিশেষজ্ঞ অরবিন্দ কুমারের মতে, আইসিএমআরে'র দাবি মেনে নেওয়া হলেও দিল্লি, আমেদাবাদ, মুম্বইয়ের মতো জায়গায় গোষ্ঠী সংক্রমণ যে হচ্ছে সেটা অনস্বীকার্য। এদিকে উত্তর কলকাতার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত উল্টোডাঙা স্টেশনের মুচিবাজারের জগুহরলাল দত্ত লেনের বস্তিতে একই সঙ্গে ৬'জনের শরীরে গত ১৩ জুন কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ মেলে। যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ওই ছয় বস্তিবাসীর মধ্যে দু'জন আবার মুচিবাজারের ফল ও সবজি বিক্রেতা। তাদের কোভিড-১৯-এর রিপোর্ট পজিটিভ আসার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা বস্তি এলাকাকে জীবাণুমুক্তকরণ করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

নিম্ন মানের ড্রেনের কাজ
অভিযোগে ক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাথাভাঙা ২ নম্বর ব্লকের দোলং মোড় সংলগ্ন এলাকায় নিম্নমানের ড্রেনের কাজের অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ স্থানীয় যুবকদের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মাথাভাঙা কোচবিহার রাজ্য সড়কের ধারে প্রায় তিন কিমি জুড়ে পূর্ত দপ্তরের তরফে ড্রেন তৈরির কাজ চলছিল। নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় বেশকিছু যুবক। গত শনিবার বৃষ্টির মধ্যেও কাজ করে বলে অভিযোগ তাদের। দোলং মোড় এলাকায় একটি ড্রেনের মুখে ভাঙা অবস্থায় প্লাস্টার করা হচ্ছিল দেখতে পেয়ে বেশকিছু যুবকরা গিয়ে কাজ বন্ধ করে দেন স্থানীয় যুবকরা বলে জানা যায়। এছাড়াও কম পরিমাণ সিমেন্ট দেওয়ার ফলে কাজের গুণগত মান নিয়ে অভিযোগ তুলে রবিবার স্থানীয় যুবকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। স্থানীয় যুবকদের অভিযোগ নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে দিয়ে কাজ হওয়াতে ড্রেনের বেশকিছু স্থানে ভাঙনের

সৃষ্টি হয়েছে। বর্ষায় জলের তোড়ে সব ভেঙে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা। স্থানীয় যুবক বিনন্দ বর্মন জানান, নিম্নমানের কাজ হওয়ায় কারণেই তারা কাজ বন্ধ করে দেন। সঠিকভাবে পরবর্তীতে এই কাজ শুরু না হলে তারা নিম্নমানের এই কাজ আর করতে দেবেন না বলেও জানান। জেলা পূর্ত দপ্তরের এক আধিকারিকের ঘটনার কথা জানাতে তিনি বলেন বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দিসহাদ বাসফোর নামে এক ব্যক্তির। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার রেল গুমটি সংলগ্ন এফসিআই গোডাউনের সামনে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে রেলগুমটির দিক থেকে বালি বোঝাই একটি ট্রাক স্টেশন চৌপতির দিকে যাবার সময় সাইকেলে থাকা ওই ব্যক্তি ট্রাকের পিছনের চাকার তলে চলে আসেন। ট্রাক চালক গাড়ি থামানোর চেষ্টা করলেও ব্যক্তিকে বাঁচানো সম্ভব হয় নি। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ডিএসপি ট্রাফিক সহ কোতোয়ালি থানার পুলিশ। এই প্রসঙ্গে ডিএসপি ট্রাফিক চন্দন বাবু বলেন, এই ব্যক্তি কানে হেডফোন

লাগিয়ে মোবাইলে কথা বলার সময়ে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি জানান কোচবিহার জেলা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের অন্তর্গত বারবার সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন সাইকেল বা গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ব্যবহার না করেন। মানুষের অসাবধনতার জন্যই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে বলে তিনি জানান। ঘটনার পর ট্রাক চালক পলাতক। ঘটনার পরে এলাকাবাসীর দাবি করেন এই রাস্তাটি খুব ছোট হওয়ার কারণে প্রচুর গাড়ি যাতায়াত করে। তাই অবিলম্বে ডিভাইডারের ব্যবস্থা করুক কোচবিহার জেলা পুলিশ। এই প্রসঙ্গে ডিএসপি ট্রাফিক চন্দন দাস বলেন, এলাকাবাসীর দাবি মতো এই রাস্তাতে দ্রুত বসতে চলেছে ডিভাইডার। মৃত ব্যক্তি পেশায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ও রেল দপ্তরের অস্থায়ী কর্মী। কাজ থেকে ফেরার পথেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মৃত ব্যক্তির বাড়ি কোচবিহার বেলতলা সংলগ্ন এলাকায়। পরবর্তীতে ক্রেনের সাহায্যে বালি বোঝাই এই ট্রাকটিকে সরিয়ে মৃত ব্যক্তির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠান হয়। এর ফলে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে এই রাস্তায়।

প্রশাসনিক তৎপরতার দাবিতে সোচ্চার বামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোটা কোচবিহার শহরে স্যানিটাইজ প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে চালু করা, শহরে অবস্থিত বাজার ও জনবহুল এলাকা প্রতিদিন স্যানিটাইজ করা, কোচবিহার শহরে যে সমস্ত মানুষ হোম কোয়ারান্টাইনে আছেন, তাদের প্রতিদিনের খাবারের ব্যবস্থা করা এবং তার সাথে তাদের সুবিধা-অসুবিধা খবরাখবর রাখার দাবিসহ ৮দফা দাবিতে সোমবার কোচবিহার পুরসভার প্রশাসককে যৌথ ডেপুটেশন দিল এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই। এদিন এই দুই সংগঠনের কোচবিহার শহর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রনেতা বাপি দে, যুবনেতা ভাস্কর মুখার্জি, এসএফআই কোচবিহার জেলা সভাপতি কৌশিক ঘোষ প্রমুখ। এদিন ছাত্র-যুব নেতারা বলেন, এই করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্ব, দেশ আমাদের রাজ্য সহ এই কোচবিহার জেলার পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক। প্রতিদিন মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ করা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এর সাথে সাথেই মারণ ভাইরাস তার প্রতিপত্তি ছড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে এই সময়কালে তৃণমূল পরিচালিত কোচবিহার পুরসভার যে ভূমিকা থাকা প্রয়োজন ছিল, তা পালন করেননি তারা। বর্তমান পুর প্রশাসকেরও এবিষয়ে কোনো হেলদোল নেই। এই পরিস্থিতিতে তাই ডেপুটেশন দিতে বাধ্য হলেন তারা।

তাঁরা আরও বলেন, হোম কোয়ারান্টাইনে থাকা মানুষেরা যে সমস্ত এলাকায় আছেন, এই সব এলাকা প্রতিনিয়ত স্যানিটাইজ করা, শহরের বেহাল রাস্তা মেরামত করা, শহরে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের ভাতা ও কাজের গ্যারান্টি, হাউস ফর অল প্রকল্পের কাজ শুরু করা ছাড়াও প্রতিটি রেশন কার্ডে রেশন দেবার দাবিতেও এদিন সোচ্চার হয়েছেন তারা।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পাচারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেশনের আটা, গম পাচারকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটা গ্রামের লোহাগাড়ি এলাকায়। দফায় দফায় চলে বিক্ষোভ। বিক্ষোভ দেখানো হয় তুফানগঞ্জ খাদ্য দপ্তরের আধিকারিককে ঘিরেও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার সঠিক তদন্তের আশ্বাস দেন তুফানগঞ্জ খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক সুভাষ লিম্বু।

রবিবার সকালে লোহাগাড়ি এলাকার একটি রেশন দোকান থেকে ১৮ বস্তা আটা ও ২ বস্তা গম নিয়ে যাচ্ছিল একটি ভুটভুটি গাড়ি। সেই সময় স্থানীয়দের নজরে আসে বিষয়টি। তারা ভুটভুটি গাড়িটিকে আটক করে। খবর পেয়ে ছুটে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। অন্যদিকে খবর দেওয়া হয় তুফানগঞ্জ

খাদ্য দপ্তরে। খাদ্য দপ্তর থেকে এরিয়া ইন্সপেক্টর ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, রেশনে মজুত করা মালে অসংগতি পাওয়া গেছে। অন্যদিকে পুলিশ এসে তিনজনকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করেন। ঘটনার সঠিক তদন্ত হবে বলে জানিয়েছেন এরিয়া ইন্সপেক্টর। রেশন দোকানের মালিক তুলসী বসাক জানান - সকালে দোকানের কর্মচারী ফোনে বিস্তারিত ভাবে বিষয় টি তাকে জানান। এরপরেই তিনি দোকানে এসে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে দোকানে পৌঁছে যায় খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক। তবে এই ঘটনায় তার দোকানের মাল পাচার হয়নি বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন পাশের এক অসাধু ব্যাবসায়ী সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আটা ও গম কিনতেন। সেই মাল পাচার করছিল বলে অনুমান।

তুফানগঞ্জ খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক সুভাষ লিম্বু জানান - রেশনের দোকানে মজুত খাদ্য শস্যে গরমিল রয়েছে এবং এ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই ঘটনায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এলাকাবাসীদের মধ্যে। এলাকাবাসীদের দাবি তাদের প্রাপ্য রেশন এর জিনিসপত্র দীর্ঘদিন ধরে এভাবে পাচারের পরেও উদ্যোগ গ্রহণ করেনি কর্তৃপক্ষ। অবিলম্বে এই ধরনের অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে অন্যথায় তারা পরবর্তীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলেও জানান।

বেহাল বেহালার বানভাসি হওয়া আটকাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন বর্ষায় বেহালাবাসীকে পূর্বের মতো বানভাসি অবস্থা থেকে এবার অন্তত মুক্তি দিতে স্থানীয়

বানভাসি : স্থানীয় বিধায়ক শিক্ষা মন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় কলাগাছিয়া লক গেট পরিদর্শনে এলেন। সঙ্গে স্থানীয় প্রতিনিধিরা।

পলিসি মেকাররা উপর্যুপরি বেহালা পরিদর্শনে এলেন। গত ৮ জুন কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমের পর গত ১২ জুন এলেন রাজ্যের বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী স্থানীয় বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে আসেন ১৪ নম্বর বরো কমিটির প্রাক্তন অধ্যক্ষ অঞ্জন দাস, ১২৫ ও ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের কো-অর্ডিনেটর ঘনশ্রী বাগ ও শেফালী প্রামাণিক পাত্র। পার্থবাবু ১৪৪ ওয়ার্ডস্থিত হাঁস পুকুর খাল পাড়স্থিত সেচ দফতর নিয়ন্ত্রিত 'কলাগাছিয়া পাম্প হাউসে'র বর্তমান অবস্থা পরিদর্শন করে। তবে বর্ষা মানেই জমা জলের ছবি। সেই ছবিগুলোর অনেকটা চাপা করে নেয় বেহালা পশ্চিম। আর এবার দেখার বিষয় চলতি বর্ষায় কতটা সার্থকতা পায় এই প্রচেষ্টা।

বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেপরোয়া মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক পথচারীসহ গুরুতর আহত ৪ জন। শনিবার রাতে দিনহাটা ১ নম্বর রেলগেট ,প্রান্তিক বাজার এলাকায়। আশংকাজনক অবস্থায় এলাকার লোকজন ও দিনহাটা দমকলের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, একটি মোটরসাইকেল করে তিনজন মোটরসাইকেলে আরোহী দিনহাটা থেকে কোচবিহারের দিকে প্রচন্ড বেগে যাচ্ছিল। সেই সময়ে এক ব্যক্তি প্রান্তিক বাজার থেকে রাস্তা পার হয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। দ্রুত গতিতে আসা সেই মোটরসাইকেলটি ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেল আরোহী সহ দুজন ছিটকে পড়ে যায়। এলাকার লোকজন তাদের গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে দিনহাটা থানায় খবর দিলে , দিনহাটা থানা ও দমকলের সহযোগিতায় সঙ্গে সঙ্গে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তাদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসক তাদের দু'জনকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন।

জানা গিয়েছে, মোটরসাইকেল আরোহীদের বাড়ি কোচবিহার সদরের টাকাগাছ এলাকার সুস্মুন্ডী বাজার বাঁধের পাড় এলাকায়। আহত ওই ব্যাক্তির বাড়ি দিনহাটা ১ ব্লকের জরাবাড়ি হিসাবীবটাড়ি এলাকায়।

পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে বার বার সতর্কবার্তা দেওয়া হলেও বেপরোয়া মোটরসাইকেল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দিনহাটা মহকুমা এলাকায়। তাছাড়াও একটি মোটরসাইকেলে তিনজন চারজন চেপে যাচ্ছে অনেক মোটরসাইকেল আরোহী। পুলিশ অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে মাঝে মাঝে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

আম্ফান দুর্গতদের ত্রাণ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কুলতলিতে পরিযায়ী শ্রমিক ও আম্ফান দুর্গতদের অসহায় পরিবারের হাতে ত্রাণ তুলে দেওয়া হল। সোমবার সকালে বাসন্তী

ব্লকের কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটির উদ্যোগে ১৭ জন পরিযায়ী শ্রমিক সহ বাসন্তী ব্লকের নফরগঞ্জ,ভরতগড়,গরাণবোস,আনন্দাবাদ সহ বিস্তৃর্ণ এলাকার প্রায় ৬১৭ আম্ফান দুর্গত পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী সহ ত্রিপল তুলে দেন কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটির কর্ণধার তথা প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ণ পর্ষদের সদস্য সমাজসেবী লোকমান মোল্লা।

স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা জোরদার করার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে রবিবার উত্তাল হয়ে উঠল তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল। চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ এবং কর্মরত সকল চিকিৎসক এবং স্বাস্থকর্মীদের লালারস পরীক্ষা সুনিশ্চিত করার দাবিতে এদিন এই হাসপাতালে প্রতীকি অবস্থান-বিক্ষোভ ও হাসপাতাল সুপারকে ডেপুটেশন দিলেন এই হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

এদিন আন্দোলনরত স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসক বি.

পি রায় জানান, তাদের কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর এসেছে তাদের মতোই একজন স্বাস্থ্যকর্মীর স্বামী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ওই স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে কাজ করেছেন তারা। অবশ্য পরবর্তীতে তার স্বামীর লালারসের রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। এই পরিস্থিতিতে এক সীমাহীন আতঙ্ক চেপে বসেছে তাদের। কারণ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীর সংস্পর্শে আসার কারণে যদি গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়ে থাকে, তাহলে সমূহ বিপদ নেমে আসবে। তাই অবিলম্বে তাদের স্বাস্থের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন তারা বলে জানান এদিন।

অনাহারে পানীয় জল অপারেটররা

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনার মতো অতিমারি পরিস্থিতিতে এক ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোচবিহার জেলার গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহের সাথে যুক্ত পাম্প অপারেটর ও ভাল্ভ অপারেটররা। প্রায় ৪ মাস যাবত বেতন না পেয়ে অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটছে এই পানীয় জল সরবরাহকারী শ্রমিকদের পরিবারের সদস্য সদস্যাদের। এই বিষয় নিয়ে উদাসীন কোচবিহার জেলা পরিষদ। বিভিন্ন দাবি নিয়ে এই জেলা পরিষদের অ্যাডিশনাল এক্সিকিউটিভ অফিসারের সাথে দেখা করে দাবিপত্র পেশ করতে চাইলেও তা নিচ্ছেন না তিনি। এই অবস্থায় সোমবার কোচবিহার জেলা পরিষদ চত্বরে বিক্ষোভ শামিল হলেন সিআইটিইউ অনুমোদিত পিএইচই পাম্প অপারেটর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন। ৬দফা দাবি সংবলিত এই দাবিপত্র এদিন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর কাছে জমা দিয়ে এই সংগঠনের নেতারা হুঁশিয়ারি দেন আগামী ৭দিনের মধ্যে তাদের দাবি পূরণ না হলে পরিবার পরিজনদের নিয়ে জেলা পরিষদের মূল গেটে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হবেন তারা।

সুনিশ্চিতকরণ, ইএসআই এবং ইপিএফ চালু করা, জেলা পরিষদ অধীনস্থ পাম্প কর্মীদের পিএইচই দপ্তরে হস্তান্তর করা, বয়স উত্তীর্ণ পাম্প কর্মীদের পরিবারের একজনকে এই কাজে বহাল করার দাবিতে এদিন সোচ্চার হন তারা। এদিনের এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক গৌতম নন্দী, সভাপতি সাধন দেব প্রমুখ।

এদিন সাধন দেব বলেন, গোটা কোচবিহার জেলায় জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৯টি পানীয় জল প্রকল্পগুলি পুরোপুরিভাবে তাদের নিজ নিজ এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রশাসনকে হস্তান্তর করা হয়েছে এই দপ্তরের পক্ষ থেকে। এখন দুটিকে আংশিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রশাসনের। আর এরপর থেকেই চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন সংশ্লিষ্ট পানীয় জল প্রকল্পে কর্মরত অপারেটররা। দীর্ঘ প্রায় ৪ মাস থেকে তাদের বেতন পুরোপুরি ভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তা ব্যক্তিদের জানিয়েও কাজ হয় নি কিছুই। সম্প্রতি এই বেতন মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনকে পৃথক পৃথকভাবে চিঠি দেওয়া হলেও অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, তারা বেতন দিতে পারবেন না। এই অবস্থায় গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের সাথে যুক্ত পানীয় জল সরবরাহকারীরা এই মুহূর্তে পরিবার নিয়ে চরম সংকটে দিন কাটাচ্ছেন। তাই আগামী ৭দিনের মধ্যে তাদের দাবি মানা না হলে পরিবার পরিজন নিয়ে কোচবিহার জেলা পরিষদের মূল গেটের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে বসবেন তারা।

কোচবিহার জেলার গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কোনওরকম পরিকাঠামো না থাকলেও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর এই গ্রামীণ পানীয় জল পরিষেবাকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রশাসনের হস্তান্তর করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আর এরপর থেকেই চরম সমস্যার মুখোমুখি পানীয় জল সরবরাহ সাথে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীরা। প্রায় চার মাস যাবত তারা বেতন পাচ্ছেন না। এই পানীয় জল সরবরাহকারী শ্রমিকরা। অবিলম্বে তাদের প্রাপ্য বেতন মিটিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি এই হস্তান্তরের নির্দেশিকা বাতিল করে পুনরায় তাদের বেতন জেলা পরিষদ থেকে চালু করা ন্যূনতম মাসিক মজুরি ২০হাজার টাকা

ফ্রি অ্যাম্বুল্যান্স সেবা

বরুণ মণ্ডল : 'পিতা স্বর্গ, পিতাই ধর্ম' এই দু'টি কথা তার কাজের মূল মন্ত্র। গত ২৫ মার্চ সারা দেশে প্রথম পর্বের লকডাউন ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল সাধারণ মহেশতলাবাসীর কাছে 'সুস্থ অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা' তুলে দিতে 'ফ্রি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা' শুরু করেন মহেশতলা পুর এলাকার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের আকড়া কৃষ্ণসাগর সেখ পাড়ার বাসিন্দা সেখ সাবির আলি। সাবিরের 'ফ্রি অ্যাম্বুল্যান্সে'র সারথি সেখ সিরাজুল ইসলাম। গত ১৮ জুন ২০০তম রোগীকে সঠিক সময়ের মধ্যে একদম 'ফ্রি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা' দিতে পেরে সাবিরের সঙ্গে সিরাজুলও খুশি। সাবিরবাবু জানান, মৃত্যুর আগে বাবা সেখ মনসুর আলি'র আদেশ ছিল, বিপদে পড়লে মানুষের পাশে থাকেন, মহান করুণাময় আল্লাহ তার পাশে থাকেন। বাবার এই উপদেশকে শিরোধার্য করে করোনা সংকটকালে অ্যাম্বুল্যান্স চালকরা যখন করোনা-আবহে সংক্রমণের আতঙ্কে নিজ পেশা থেকে আপাতত দূরে রয়েছেন, সে সময়ে আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে গর্ভবতী, হৃদরোগে আক্রান্ত রোগী, কিডনি ডায়ালিসিস, থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সঠিক সময়ের মধ্যে পরিষেবা দেওয়ার জন্য 'ফ্রি

অ্যাম্বুল্যান্স' ছুটছে কখনও কলেজ স্ট্রিট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কখনও বা চিত্তরঞ্জন, টালিগঞ্জের এম আর বাঙ্গুর বা রবীন্দ্রনাথ টেগোর হাসপাতালে কিংবা রোগীর পরিবারের পছন্দ মতো কোনও সেবাকেন্দ্রে। দক্ষিণ শহরতলির মেটিয়াব্রুজ, জিঞ্জিরাবাজার, আকড়া, সন্তোষপুর, মহেশতলা এলাকাবাসী এই 'ফ্রি-অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা'র সুযোগ পেয়ে চলেছেন। ফলে তার এই সেবামূলক কাজের পরিষেবা গ্রহণকারীদের সঙ্গে স্থানীয় বিধায়ক দুলাল চন্দ্র দাস থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট সাবিরের নিজ গাড়িতে এই দৃষ্টান্তমূলক কর্মকাণ্ডে। প্রয়োজনে আর্থিক অনটনে থাকা রোগীদের ওষুধপত্র কিনে দেওয়ার কাজও বাদ রাখেননি, সাবির ও সিরাজুল ভাইয়েরা। প্রয়োজনে দিন-রাত এক করে ২৪ ঘন্টা 'ফ্রি অ্যাম্বুল্যান্স সার্ভিস' পেতে মহেশতলা পুর এলাকা ও তৎসংলগ্ন মহেশতলাবাসী যোগাযোগ করুন এই মোবাইল নম্বরে : ৭০০৩০৫৪২০৪।

অনলাইনে জন্মশতবর্ষ পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : হেরিটেজ কমিটি ফর গ্রেটার জয়নগরের উদ্যোগে প্রবাদ প্রতিম সংগীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ১০১ তম জন্মদিবস পালন করা হলো মঙ্গলবার। কোভিড ১৯ অতিমারি ও লকডাউনের কারনে যেহেতু খোলা ময়দান বা হলে কোন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হওয়ার কারনে অনলাইনে এই কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু শিল্পী আবৃত্তি পাঠ, সংগীত পরিবেশন করেন ও তাঁর জীবনের উপর বিভিন্ন আলোচনা করেন।

প্রধান কে ঘিরে বিক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

আর ত্রাণ না পাওয়ার কারণ জানতে পঞ্চায়েত অফিসে প্রধান কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন আম্ফান বিধ্বস্ত গ্রামবাসীরা। যদিও পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে আম্ফান দুর্গত উত্তেজিত মানুষজন শান্ত হয়ে বিক্ষোভ অবরোধ তুলেনেন। শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ১ ব্লকের গোপালপুর গ্রামপঞ্চায়েত অফিসে। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসী সহ পঞ্চায়েত সদস্য মদন নস্কর অভিযোগ করে বলেন প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলো ঘর ভাঙার জন্য আংশিক সরকারী অনুদান পায়নি। অথচ যারা ক্ষতিগ্রস্ত নন তারা আংশিক ক্ষতিপূরণের সরকারী বরাদ্দ কুড়ি হাজার টাকা যথারীতি পেয়ে গেছেন। অথচ পঞ্চায়েত প্রধান নন্দকিশোর সরদার পক্ষপাতিত্ব করে এমন কাজ করে চলেছেন। প্রকৃত আম্ফান বিধ্বস্ত পরিবারগুলো খোলা আকাশের নীচে রয়েছেন,প্রধানের অঙ্গুলীহেলনে ধনী শ্রেণীর লোকজন কুড়ি হাজার টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নন্দকিশোর সরদার বিক্ষোভ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন গোপালপুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় সাড়ে ছয় হাজারেরও বেশী বাড়ির আম্ফান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দশ হাজারের ও বেশী গাছপালা ভেঙে পড়েছে। ১৮০ টি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ায় পঞ্চায়েত এলাকার বেশকিছু জায়গা এখনও বিদ্যুহীন ভাবেই রয়েছে। যে সমস্ত মানুষজন ক্ষতিপূরণের দাবীতে আজকে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। তাঁরা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত। কেন তাদের নাম লিষ্টে নেই সে বিষয়ে অবিলম্বে খতিয়ে দেখবো। পাশাপাশি তাঁরা যাতে আংশিক ক্ষতিপূরণের কুড়ি হাজার টাকা পায় দ্রুততার সাথে সেই ব্যবস্থা করা হবে।

লকডাউনের মধ্যে তৃণমূলের পিকনিক

প্রথম পাতার পর

তারা জানান, পরিতোষবাবুর বিরুদ্ধে রেশন দুর্নীতির অভিযোগ আছে। তার উপর আমফানকে কেন্দ্র করেও চলছে ঘোর দুর্নীতি। এদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে অভয়ারণ্যের গেটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এই বিক্ষোভে শামিল ছিলেন বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলার নেতা অমৃতলাল বিশ্বাস। তিনিও ক্ষোভ উগড়ে দেন। পুলিশ এসে বিক্ষোভ তুলে দেয়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপা রায়, পশ্চিমবঙ্গ সভাপতি অঘোর হালদার, জেলাপরিষদ সদস্য দীপ্তি ঘোষ জানান, মানুষ খেতে পাচ্ছে না। এসময় এই বিলাসিতা মানায় না। দুলাল বর বলেন, 'আমি এর প্রতিবাদ জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা শাসকের কাছে অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছি।' এ ব্যাপারে পরিতোষ সাহাকে ফোন করা হলেও তার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এমনকি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি বনগাঁ মহকুমা শাসক কাকলি মুখোপাধ্যায়েরও। তিনি প্রতিবেদকের ফোনই ধরেননি। আর পরিতোষ সাহা নিজের নামই অস্বীকার করেন।

মোর জীবনের স্বরলিপি লেখা রবে

নামে হেমন্ত, কণ্ঠে চিরবসন্ত

করোনা আবহে সব কিছুই যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। কত প্রবাদপ্রতীমদের জন্ম শতবর্ষ নীরবে নিভৃতে পার হয়ে চলেছে। কোভিড-১৯-এর এই কাঁটার মুকুট না থাকলে হয়তো তাঁদের সসম্মানে বাঙালি সম্মান জানাতে পারত এবং প্রমাণ করতে পারত যে, আজি হতে শতবর্ষ পরেই তাঁকে আমরা ভুলতে পারব না। শতবর্ষ পালন করতে না পারার এই দুঃখ আমাদের মনে চিরকালের জন্য বাসা বেঁধে থাকবে। যদিও সোশ্যাল মাধ্যম এবং টিভির পর্দায় তাঁদের গানে গল্পে আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই কম লোকে মর্মর মূর্তিতে মাল্যদানও করছি কিন্তু তাতে কি মন ভরে? তবুও আমাদের পরিস্থিতির সঙ্গে চলতে হবে। মানিয়ে নিতে হবে। এমত অবস্থায় ঘর বন্দি থেকে সদ্য পার হয়ে যাওয়া শতবর্ষের নবীন গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের তথা হেমন্ত কুমারের কিছু না ভোলা স্মৃতি পাঠকের কাছে তুলে ধরলেন প্রবাদ প্রতীম অভিনেত্রী **মাধবী মুখোপাধ্যায়।**

চলচ্চিত্রের গানের জগতের রাজা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা। বাংলা সিনেমা থেকে শুরু করে হিন্দি সিনেমার কালজয়ী গায়ক তিনি। যাঁর গান আজও আমাদের মুখে মুখে সুখ দুঃখের সাথী। শুধু গান নয় সঙ্গীত পরিচালনা থেকে শুরু করে তিনি ছিলেন বাঙালির গর্ব। গানের কথা নিয়ে আমি তেমন কিছু বলতে চাই না। কারণ সবাই তাকে চেনে গানের মাধ্যমে। কিন্তু মানুষ হিসেবে হেমন্তদা যে এতো ভালো ছিলেন তা বলার নয়। অনেকেই হয়তো জানেন না এসব ঘটনা। মাসের প্রথম দিনে সন্ধ্যেবেলায় বা যখনই সময় পেতেন তখনই মাদুর নিয়ে খাম আর টাকা ছড়িয়ে বসে পড়লেন। এক একটা খামে এক এক অঙ্কের টাকা ভরছেন- এই যেমন ধরুন কোনটাতে পাঁচ হাজার, কোনটাতে তিন হাজার কোনটাতে আবার তিনশো ভরছেন আর নাম লিখছেন। আসলে উনি এতো পরোপকারী ছিলেন তাই প্রত্যেক মাসে মাসে দুঃস্থ শিল্পীদের নিজের উপার্জন থেকে টাকা তিনি এভাবেই পাঠাতেন। এমন মানুষ হয়তো আর আমরা পাবো না। আরও একটা ঘটনা মনে পড়ছে, আমি একটা সিনেমার প্রযোজনা করেছিলাম সেই সিনেমায় হেমন্তদাকে দিয়ে গান গাওয়াই এবং খুব সীমিত স্বল্প পয়সাই তাকে দিতে পেরেছিলাম। উনি বাড়ি গিয়ে আমাকে ফোন করলেন বললেন মাধবী এতো কম টাকা দিয়েছো ঠিক আছে কিন্তু রসিদে এত কম টাকা লিখলে কেন? তোমার তো ইনকাম ট্যাক্সের অসুবিধা হতে পারে। রসিদের টাকাটা বাড়িয়ে দিও। পাঠিয়ে দেব। কেমন অদ্ভুত লাগে না এমন মানুষ শুধু নিজের জন্য নয়, সকলের জন্যই ভাবেন। তাই জন্য এতো বড়ো শিল্পী। একবার এক জায়গায় অনুষ্ঠান করতে গিয়েছেন। সঙ্গে সৌমিত্র বাবু গিয়েছিলেন। তাঁর থেকেই শোনা অবশ্য। বলছেন উনি গেলেন ব্যাকস্টেজে সময় মতনই পৌঁছলেন। বাংলা শার্ট আর ধুতি পরতেন। বাংলা শার্টটা খুলে একটা পেরেকে ঝুলিয়ে দিলেন, আর পাশে একটা গদিতে শুয়ে পড়লেন। সৌমিত্রবাবু জিজ্ঞাসা করতেই তিনি উত্তর দিলেন স্টেজ কখন পাব সে চিন্তা আর করিনা ও তো আমায় সবার শেষেই দেবে এর আগে অন্যান্য শিল্পীরা একটু সুযোগ পাক আমাকে যখন মাঝরাতে দেবে তখনই উঠবো কতটাই মাটির মানুষ ছিলেন তিনি এতবড় শিল্পী হয়েও তাঁর অন্য শিল্পীদের প্রতি এই ভাবনা আজকাল হয়তো পাওয়াই যায় না। অনেক মজার ঘটনাও আছে আবার একবার বাংলাদেশে গেছেন। গান গেয়েছেন ।দর্শক উৎফুল্ল। অনেক উপহারও দিয়েছেন তাঁকে। তারপর ফিরে আসার সময় পারিশ্রমিক চাইতেই উদ্যোক্তারা বললেন এতো তো উপহার পেলেন পারিশ্রমিকটা না হয়... উনি বুঝলেন আর পাবেন না কিছু না বলেই হাসি মুখে ফিরে এলেন। এমন আর এক জায়গাতেও হয়েছিল বোধহয় লন্ডনে গেছেন গান করেছেন একটা বিশাল দামী স্যুট ওনাকে উপহার দিয়েছেন পারিশ্রমিক নয়... উনি ফিরে এসে আমাকে বলছেন, দেখ মাধবী এতো দামী স্যুট আমাকে দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? আমি তো স্যুট পরিই না। সত্যিই তাই নিজের সত্তাকে তিনি কোনও দিনও স্যুট প্যান্ট পরে ঢেকে রাখেন নি। সেই বাংলা শার্ট আর ধুতি। বম্বেতেও দেখেছি ঠিক এমনই ভাবে ধুতি পরে ছুটে বেড়াচ্ছেন। ভোর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত রেকর্ডিং, নয় রেকর্ডিং নয়তো রেকর্ডিং করাচ্ছেন পরিচালক হিসাবে। আমিও একবার বম্বেতে একটা স্যুটিংয়ে রয়েছি।, মাঝরাতে ফিরলেন এসেই আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন মাধবী আমি তো তোর দিকে কোনও খেয়ালই রাখতে পারছি না বলে একজনের নম্বর দিলেন দিয়ে বললেন যখন যা প্রয়োজন হবে এনাকে ফোন করবি তোর কাছে সে সব জিনিস নিয়ে হাজির হয়ে যাবে। আর একটা ঘটনা যেটা আমি কোনদিনই ভুলবো না সব শেষে সেটাই লিখছি, আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে বেশিদিন হয়ওনি সংসারের কিছুই জানি না সটাং আমার বাড়িতে চলে এলেন। মৌসুমীকে নিয়ে এসে বলছেন মাধবী দেখতে এলাম তুই কেমন সংসার করছিস। কি অদ্ভুত এমন মানুষ সত্যিই পাওয়া যাবে না। এতে বোঝা যায় আগেকার দিনের মানুষের মধ্যে তেমন কোনও ঘোর প্যাঁচ ছিল না। মজা আনন্দই ছিল তাদের জীবনের চলার সঙ্গী। এখনকার দিনে কেউ কারও কাছে যাওয়ার জন্য হয়তো কতই না ভাববে সব থেকে কথা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কটাই তো হারিয়ে যাচ্ছে।

স্মৃতিচারণায় ড. শঙ্কর ঘোষ

আপামর বাঙালির প্রিয় গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছোটবেলায় রেডিও'র দুটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'অনুরোধের আসর' এবং 'ছায়াছবির গান'এর একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রোতা ছিলাম। তাছাড়া বাবা নিয়মিত কিনে দিতেন রেকর্ড। সেখানে বলাবাহুল্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানই থাকতো সবচেয়ে বেশি। 'ধিতাং-ধিতাং বোলে', 'রানার', 'কোন এক গাঁয়ের বধূ' এ সব গানগুলি মাতিয়ে দিতো। সেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে প্রথম সামনাসামনি দেখলাম 'বাদশা' ছবির সুবাদে। ওই ছবির পরিচালক অগ্রদূত গোষ্ঠীর প্রধান বিভূতি লাহার রাধা ফিল্মস স্টুডিও'র অফিস ঘরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে দেখলাম। ওই ঘরে বিভূতি লাহা তো ছিলেনই, এ ছাড়া আমার বাবা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। হেমন্ত বাবু জানতে চাইলেন, আমি গান জানি কি না। চটপট জানিয়ে দিলাম আমার সম্মতির কথা। উনি তখন একটি গান গাইতে বললেন। অনেক গানই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছি, কিন্তু গাইলাম 'ভুল সবই ভুল' গানটি। এই গানটা নিয়মিত 'ছায়াছবির গান' অনুষ্ঠানে বাজানো হতো। ছবির নাম 'অতল জলের আহ্বান'। হেমন্ত বাবুর সুরে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় গানটি গেয়েছিলেন সুজাতা চক্রবর্তী। গানের শেষে পিঠ চাপড়ে আমায় উৎসাহিত করেছিলেন আমার আপনার সকলের প্রিয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সেদিনই ঠিক হয়ে গেল 'বাদশা' ছবিতে আমার লিপের গানগুলি গাইবেন হেমন্তবাবুর কন্যা রানু মুখোপাধ্যায়। গানগুলি হল 'লাল ঝুটি কাকাতুয়া ধরেছে যে বায়না', 'শোন শোন মজার কথা ভাই' এবং 'নতুন তীর্থ' ছবি থেকে 'আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াই' গান গুলি গাইলাম। গানগুলির সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নেপথ্যে গেয়েছিলেন রাণু মুখোপাধ্যায়। আমি লিপ দিয়েছিলাম। দর্শক আসন থেকে প্রচণ্ড হাততালি পেলাম। আর সেই বাহবা জানানো স্নেহাশিস পেলাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এ স্মৃতি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট থাকবে।

তারপরে বহুবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রণাম করেছি। আশীর্বাদ করেছেন। কখনও অনুষ্ঠানে, কখনও বা গান রেকর্ডিং-এ। তেমনই এক অনুষ্ঠানের কথা বলি। আমার দিদি তখন ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী। ওদের ছাত্রী ইউনিয়নের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মহাজাতি সদনে আমি নিমন্ত্রিত হয়ে হাজির ছিলাম। দিদির বন্ধুরা ধরলো আমাকেও গাইতে হবে। কিন্তু আমি হারমোনিয়াম, তবলা, তবলিয়া কাউকেই তো নিয়ে যাইনি। তাই রাজি হচ্ছিলাম না। দিদির বন্ধুরা বলল যাঁরা শিল্পী হয়ে এখানে আসছেন, তাঁদের কাউকে অনুরোধ করে যদি ব্যবস্থা করা যায়। সেইমত কয়েকজনকে

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে লেখক।

অনুরোধ করলাম । কিন্তু সবাই অন্য অনুষ্ঠান আছে বলে সম্মত হতে পারলেন না। অবশেষে ধরলাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে। তিনি শুধু সম্মতই হলেন না, উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে শুনবেন বলেও জানালেন। আমি তাঁর হারমোনিয়াম, তাঁর তবলা, তাঁর তবলিয়া নিয়ে গাইতে বসলাম। তিনটে গান গাইলাম। 'বাদশা' ছবি থেকে 'লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া', 'শোন শোন শোন মজার কথা ভাই' এবং 'নতুন তীর্থ' ছবি থেকে 'আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াই' গান গুলি গাইলাম। গানগুলির সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নেপথ্যে গেয়েছিলেন রাণু মুখোপাধ্যায়। আমি লিপ দিয়েছিলাম। দর্শক আসন থেকে প্রচণ্ড হাততালি পেলাম। আর সেই বাহবা জানানো স্নেহাশিস পেলাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এ স্মৃতি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট থাকবে।

বাঘের ভয়ে দিনরাত গ্রাম পাহারা গ্রামবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাঘের কামড়ে মৃত্যুর একদিনও পার হয় নি। বাঘের ক্রমাগত গর্জনে ভীত কুলতলির চিতুরি লাগোয়া গ্রামের মানুষজন। সুন্দরবনের কুলতলির দেউলবাড়ির দক্ষিণ দুর্গাপুরের বাসিন্দারা শনিবার রাত থেকে রবিবার সারাদিন বাঘের গর্জন শুনতে পাচ্ছে ক্রমাগত। বন দফতরকে বলেও কোনো কাজ না হওয়ায় নিজেরাই পাহারা দিচ্ছে গ্রামে। মিঠুন মন্ডল নামে স্থানীয় এক গ্রামবাসী বলেন, শনিবার

বাঘের কামড়ে মৃত্যু হয় গোষ্ঠ নাইয়ার। আর তার পর থেকে বাঘ শুধু হুংকার দিচ্ছে। আমরা খুব ভয়ে আছি। একে আমফানের পর থেকে এখানে এখনো বিদ্যুৎ আসে নি। তাঁর উপর মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। আর সেই অবস্থায় আমরা পালা করে বাঘ পাহারা দিচ্ছি। বন দফতরের কুলতলি বিট অফিসে বার বার বলেও কোনও কাজ হচ্ছে না। আমরা এখন নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছি। এ ব্যাপারে বন দফতরের আধিকারিকের কোনো মতামত পাওয়া যায় নি।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে হাঁটু জলে ডিওয়াইএফআই

দেবাশিস রায় : বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে হাঁটু জলে মিছিল করল ডিওয়াইএফআই। পাশাপাশি রাস্তায় হাঁটু সমান জমা জলে জাল ফেলে মাছ ধরে প্রতীকী প্রতিবাদ জানালেন সংগঠনের কর্মীরা। বৃহস্পতিবার সকালে অভিনব এই প্রতিবাদ মিছিলটি সংগঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রের সিঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপুর থেকে লোহাপোতা গ্রাম পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে অত্যন্ত বেহাল হয়ে পড়েছে। এই রাস্তাটিই অবিলম্বে সংস্কারের দাবিতে এদিন অসংখ্য ডিওয়াইএফআই কর্মী-সমর্থক মিছিল করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চাঁদপুর ও লোহাপোতা গ্রামের কয়েকশো বাসিন্দার যাতায়াতের প্রধান রাস্তাটি দীর্ঘদিন সংস্কার হয়নি। ফলে রাস্তা খানাখন্দে ভরে উঠেছে। এই বর্ষায় রাস্তায় যাতায়াত করতে গিয়ে এলাকাবাসীকে রীতিমতো নিদারুণ কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছে। রাস্তার বিভিন্ন অংশে হাঁটু সমান জমা জল। সেই জলকাদা পেরিয়েই এলাকার আট থেকে আশি সকলকেই অতি কষ্টে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেরই অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সিঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েত, কাটোয়া ২ নং ব্লক প্রশাসন সহ এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়কের জানা সত্ত্বেও বেহাল রাস্তাটি সংস্কারের ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে উদাসীন। ডিওয়াইএফআই-এর জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য অমিত

কাটোয়ার গ্রামে বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন

কুমার মণ্ডল এদিন মিছিল শেষে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়ান রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। আমি তাঁদের বলছি এখানে এসে দেখে যান বেহাল রাস্তার কারণে এলাকাবাসী কীরকম দুর্দশার মধ্যে কাটাচ্ছে। এদিনের মিছিলে যোগ দিয়ে সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কিংশুক মণ্ডল বলেন, আমরা ৭ দিন সময় দিচ্ছি। তারপর এই রাস্তা সংস্কারে পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসন উদ্যোগী নাহলে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করব। কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, চাঁদপুর থেকে লোহাপোতা গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গেছে। শুধুমাত্র করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে লকডাউনের কারণে কাজটি পিছিয়ে যায়। ডিওয়াইএফআই সব জেনেবুঝেই ওই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে।

অসহায়দের পাশে অভিনেত্রী ঈশানী সেনগুপ্ত

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : সেলিব্রিটিদের মনও কাঁদে। তাই তো এত কাজের মধ্যে ও তাঁরা ত্রাণ নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন আমফানে ক্ষতিগ্রস্থ সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে। রবিবার সারা টা দিন কুলতলির দেউলবাড়ির চিতুরির মুখ, শ্যামনগর, মানিক পীর, আদিবাসী পাড়া সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় শুকনো খাবার, পানীয় জল, ওষুধ ও জামাকাপড় তুলে দিলেন বাংলা টেলিভিশনের ব্যস্ত অভিনেত্রী ঈশানী সেন গুপ্ত।তাঁর এই কাজে সহযোগিতা করলেন তাঁরই কিছু বন্ধু -বান্ধবীরা। ঈশানী সেনগুপ্ত এই প্রতিবেদকের মাধ্যমে কুলতলির মানুষের দুর্দশার ছবি দেখে সিদ্ধান্ত নেয় সে ও তাদের কিছু বন্ধুরা মিলে তাদের কিছু ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেবেন এই সব এলাকার না খেতে পাওয়া অসহায় মানুষ দের হাতে। চার শতাধিক অসহায় মানুষদের হাতে এদিন এই সব সামগ্রী তুলে দেন তাঁরা । মাতলার ভাঙা নদী বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে অভিনেত্রী ঈশানী সেনগুপ্ত বলেন, আমরা কয়েক জন বন্ধু মিলে এই এলাকার অসহায় মানুষদের কথা ভেবে সাহায্যের জন্য ছুটে এসেছি। এই এলাকার এত অসহায় মানুষ দের কাছে তা খুবই সামান্য।

তাই সব মানুষের কাছে অনুরোধ আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। আপনার সাহায্য টুকু তুলে দিন সুন্দরবনের এই সব অসহায় মানুষদের হাতে। আমি আবার আসব এই এলাকার মানুষদের পাশে।

বিরল প্রজাতির প্যাঁচা উদ্ধার

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: বিরল প্রজাতির এক প্যাঁচা উদ্ধার হলো জয়নগরে। ঘটনায় প্রকাশ, শুক্রবার সকালে জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের জনৈক তাপস প্রামানিকের বাড়ির ছাদের এক কোনে একটি বিরল প্রজাতির লক্ষ্মী প্যাঁচাকে দেখতে পাওয়া যায়। একটি চোখ কোনো কারণে সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল। এ দিন সকালে জনৈক তাপসের বাড়ি থেকে ওই প্যাঁচাটিকে নিয়ে এলাকার সমাজসেবী গৌরচাঁদ নন্দী ও তাঁর কয়েক জন বন্ধুরা মিলে মুরগির পোল্ট্রির ঘরে সযত্নে রেখে দেন। এবং এই প্রতিবেদকের সাথে যোগাযোগ করেন। এই প্রতিবেদক তৎক্ষণাৎ বনদপ্তরের বারুইপুর বিভাগীয় আধিকারিক নীলরতন গুহর সাথে যোগাযোগ করেন। এবং ওনার চেষ্টায় মথুরাপুর বন দফতরের স্বপন ভান্ডারী নামে এক আধিকারিক এসে প্যাঁচাটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে বন দফতরের ঐ আধিকারিক

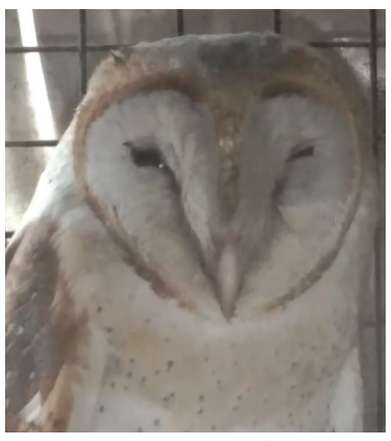

উদ্ধার হওয়া প্যাঁচাটি

বলেন, এটি প্রায় এক ফুটের একটি বিরল প্রজাতির লক্ষ্মী প্যাঁচা। সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। যাতায়াতের সময় কোনো কারণে একটি চোখ সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে এ টির । আমরা এটিকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করে গোসাবার পাখিরালয়ের জঙ্গলে ছেড়ে দেবো। যাতে প্যাঁচাটি সুস্থ ভাবে প্রকৃতিতে বেঁচে থাকতে পারে।

কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের কামড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনে আবার বাঘের কামড়ে মৃত্যু এক মৎস্যজীবীর। দীর্ঘ দিন ধরে চলছে লকডাউন, তার উপর সদ্য ঘটে যাওয়া আমফান। সব মিলিয়ে চরম সংকটে সুন্দরবনের রোজ খেটে খাওয়া মানুষেরা। তাই পেটের তাগিদে কুলতলি,মৈপীঠ উপকূল থানার মানুষ জন যায় নদীতে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে। সে রকমই শনিবার সকালে কুলতলির চিতুরির জঙ্গলের কাছে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের কামড়ে মৃত্যু হলো স্থানীয় দেউলবাড়ির গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ দুর্গাপুর নাইয়া পাড়ার গোষ্ঠ নাইয়া(৩১) নামে এক মৎস্যজীবীর। স্থানীয় দেউলবাড়ির বাসিন্দা মিঠুন মন্ডল সহ কয়েক জন বলেন ,রোজকার মতন শনিবার সকালে গোষ্ঠ নাইয়া, অশোক শিকারি, সমীর শিউলি সহ চার জন যুবক মিলে বাড়ির কাছের মাতলার শাখা নদীর ধারে চিতুরির জঙ্গলের গায়ে কাঁকড়া ধরতে যায়। এমন সময় আচমকা একটি বাঘ এসে গোষ্ঠের ঘাড়ে কামড় বসিয়ে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যেতে চায়। ওর সাথে থাকা সঙ্গীরা হাতে থাকা লাঠি নিয়ে বাঘকে তাড়া করলে বাঘ তাঁর খাবার ফেলে পালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে গ্রামে নিয়ে আসা হয় এর পর ।এই খবর পেয়ে গ্রামে ও গোষ্ঠের পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। গোষ্ঠের বাড়িতে বাবা, মা, স্ত্রী ও দুই ছেলে এবং এক মেয়ে রয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে বন দফতরের আধিকারিকরা এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এ দিকে গ্রামবাসীদের পক্ষে এপিডিআরের জয়নগর শাখার সদস্যরা চান, মৃত মৎস্যজীবীর পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ, বিধবা ভাতা প্রদান, চাকরি, মৃতের ছেলে মেয়ের পড়াশোনার দিকটা সরকারি ভাবে দেখা হোক। তবে আমফানে সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘ আটকানোর জাল অনেক জায়গায় ছিড়ে গেছে। যা এখনো মেরামত হয় নি বলে অভিযোগ উঠলো দেউলবাড়ির মানুষ দের কাছ থেকে।

সুন্দরবনে দেখা মিলল দক্ষিণ রায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের বনি ক্যাম্পে দেখা মিললো দক্ষিণ রায়ের। আম্ফান ঘূর্ণিঝড়ে সুন্দরবনের প্রায় ১০৫ কিলোমিটার নেটের ফেন্সিং নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জোর কদমে চলছে সেই ফেন্সিং মেরামতির কাজ। কয়েকদিন আগেই রাজ্যের বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়েছিলেন পিরখালি জঙ্গলে। সেখানে তিনি ফেন্সিং মেরামতির কাজে ব্যস্ত বনকর্মীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। আর শনিবার বিকালে দক্ষিণ রায়কে বনি ক্যাম্প এর মিষ্টি জলের পুকুরে জল খেতে আসতে দেখা গেল। যদিও এই সময়ে সুন্দরবনের পর্যটকদের আসা নিষেধ রয়েছে। আর কিছুদিন পরেই সেই নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে বলে সূত্রের খবর। আম্ফান ঘূর্ণিঝড়ের পরে এই প্রথম বনকর্মীদের সামনে দেখা দিলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার।যা দেখে খুশি বনকর্মীরা।

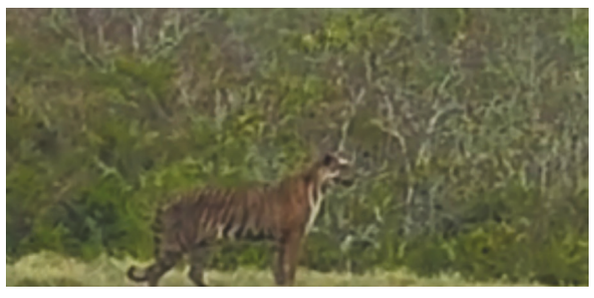

পাশে নিমপীঠ লোকমাতা রানী রাসমনি মিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার নিমপীঠ লোকমাতা রাণী রাসমনি মিশনের উদ্যোগে আমফান কবলিত কুলতলি ব্লকের ভুবনেশ্বরীর হালদার ঘেরীতে ত্রাণ বিতরণ করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কিরণময় নন্দ। প্রায় শতাধিক অসহায় মানুষদের হাতে খাদ্য দ্রব্য ও বেবিফুড তুলে দেওয়া হয়। শুক্রবার কুলতলির দেউলবাড়ি চিতুরি বিট অফিসে বন দফতরের সহযোগিতায় নিমপীঠ লোকমাতা রাণী রাসমনি মিশনের উদ্যোগে দেড় শতাধিক অসহায় মানুষদের হাতে মশলাপাতি ও শুকনো খাবার তুলে দেওয়া হলো। উল্লেখ্য, দীর্ঘ দিন ধরে চলা লকডাউনের মাঝে নদী পথে বা জঙ্গলে ঢোকা নিষেধ ছিলো সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের। এই এলাকার মানুষ জন খুব অসহায় ভাবে জীবন যাপন করছিলো। তাঁর উপর এই আমফানে পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে এই সব এলাকার মানুষ জন। তাই এই সব অসহায় মানুষদের পাশে একটুকু সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে ছুটে আসছেন বহু বেসরকারি সংস্থা। সেই কারণে এই মিশন দুদিন ধরে কুলতলি ব্লকের দুটি এলাকায় ত্রাণ তুলে দেয় ।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com